প্রথম আলো
Date:04-01-2016 Page 01, Col 2-5 Size: 50 Col*Inc

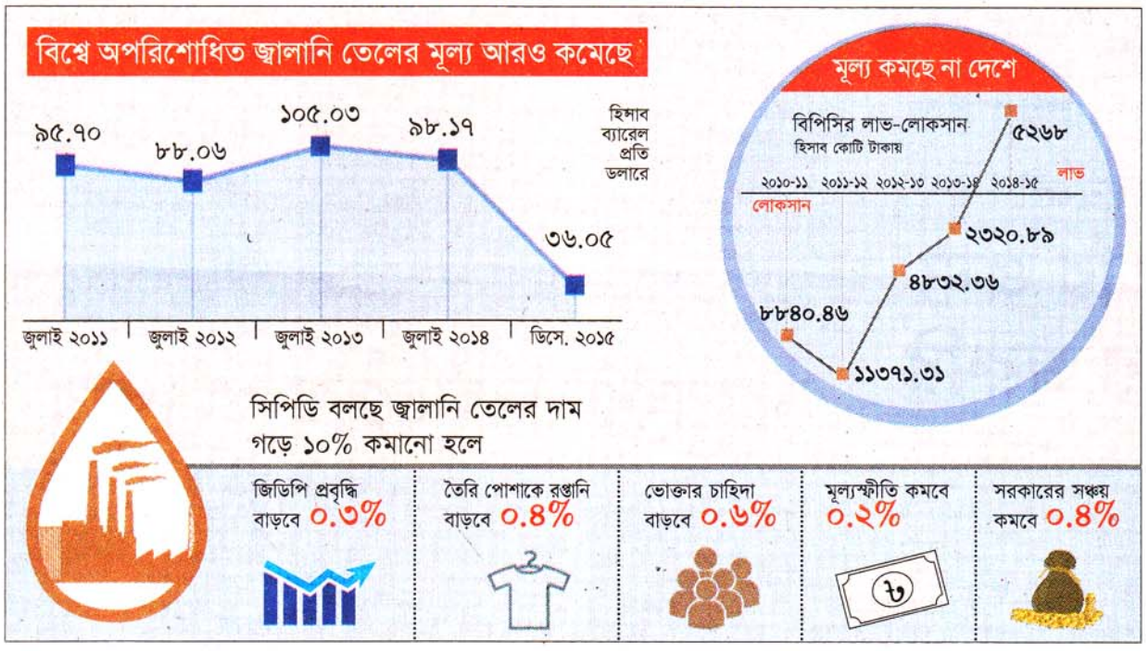

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা '১৫, বিশ্বব্যাংক, সিপিডি

জ্বালানি তেলের দাম কমালে প্রবৃদ্ধি বাড়বে

নিজস্ব প্রতিবেদক

উৎপাদন ব্যয় কমাতে জ্বালানি তেলের দামের সমন্বয় চান বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা। অর্থনীতিবিদেরাও রীতিমতো অঙ্ক কষে দেখাচ্ছেন, জ্বালানি তেলের দাম কমালে অর্থনীতির কতটা উপকার হবে। সাধারণ ভোক্তারাও চান তেলের দাম কমুক, তাতে প্রতিদিনকার পরিবহন ব্যয় খানিকটা কমবে।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হওয়ায় এই দাবিটি আরও জোরালো হয়েছে। গতকাল রোববার ব্যবসায়ীদের প্রভাবশালী সংগঠন মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এমসিসিআই) নেতারা অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে দেখা করে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর দাবি জানিয়েছেন। আর বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করেছে। তারা বলছে, দেশে জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে।

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য গতকাল এ নিয়ে বলেন, জ্বালানি তেলের দাম না কমানোয় রাজস্ব আদায় কম হওয়ার পরও 'নিশ্বাস' ফেলতে পারছে সরকার। এখন উৎপাদক ও ভোক্তাকেও 'নিশ্বাস' ফেলতে দিতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

■ **সিপিডির মূল্যায়ন : বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ : পৃষ্ঠা-১৩**

> সরকার সচেতনভাবেই এত দিন জ্বালানি তেলের দাম কমায়নি। সরকারের মনোভাব ছিল বিপিসির লোকসান কিছুটা সমন্বয় করা। বিপিসির লোকসান পুরোটা সমন্বয় করা গেছে
>
> **এ এম এ মুহিত**
> অর্থমন্ত্রী

> জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয়ের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হচ্ছে। এটা আমার মন্ত্রণালয়ের বিষয় না হলেও ব্যবসায়ীদের এই দাবি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহলে কথা বলব
>
> **তোফায়েল আহমেদ**
> বাণিজ্যমন্ত্রী

জ্বালানি তেলের দাম কমালে প্রবৃদ্ধি বাড়বে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একই ধরনের কথা বলেছেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'লিটারপ্রতি ডিজেলে ১০ ও অকটেনে ২০ টাকা কমানো হলে সরকারের খুব বেশি মুনাফা কমবে না। তবে আমরা ব্যবসায়ীরা একটু নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাব।'

সরকার সর্বশেষ জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে। সে সময় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য ছিল ৯৭ ডলার। আর এখন তা ৩৬ ডলার। ফলে এখন সরকার প্রতি লিটার অকটেনে মুনাফা করছে প্রায় ৪০ টাকা, আর কেরোসিন, ডিজেল ও ফার্নেস তেলে মুনাফা করছে ১৫ থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত।

এর আগে সরকারের পক্ষ থেকে বারবারই তেলের দাম কমানো হবে না বলে জানানো হয়েছিল। তবে এই দফায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম এতটাই কমেছে যে এবার আর সরাসরি নাকচ করেননি অর্থমন্ত্রী। তবে শিগগিরই দাম কমছে সে ভরসাও দেননি। এমসিসিআইয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, সরকার দাম কমানোর জন্য নতুন উদ্যোগ নেবে। তবে এর আগে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা করবে। তবে নীতিমালায় কী থাকবে, তা তিনি বলেননি।

এ নিয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে (বিপিসি) খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দাম কমানোর বিষয়ে সরকারের কোনো পক্ষ থেকেই কোনো ধরনের নির্দেশনা আসেনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল *প্রথম আলোকে* বলেন, আশপাশের সব দেশই তেলের দাম কমিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নিম্ন পর্যায়ে থাকায় অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে এর সুবিধা নেওয়া উচিত। কেননা, সময় গেলে সাধন হবে না। তেলের দাম কমালে মূল্যস্ফীতি কমবে। আর তা দুভাবে অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে। প্রথমত, মূল্যস্ফীতি কমলে তা ভোক্তা চাহিদা বাড়িয়ে দেবে। ভোক্তা চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। আর উৎপাদন বাড়লে তা প্রবৃদ্ধিকেও বাড়িয়ে দেবে। দ্বিতীয়টি হলো, মূল্যস্ফীতি কমলে সুদের হার কমবে, এতে বিনিয়োগ বাড়বে। বিনিয়োগ বাড়লে তা উৎপাদনকে বাড়িয়ে দেবে। উৎপাদন বাড়লে প্রবৃদ্ধিও বাড়বে।

সিপিডির মূল্যায়ন : সিপিডি বিশেষ করে কেরোসিন, ডিজেল ও ফার্নেস তেলের দাম কমানোর কথা বলেছে। জ্বালানি তেলের পাশাপাশি গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করার সুপারিশও করেছে তারা।

গবেষণা সংস্থাটি হিসাব দিয়ে বলেছে, জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমানো হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়বে দশমিক ৪ শতাংশ। ভোক্তা চাহিদা বাড়বে দশমিক ৬ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি কমবে দশমিক ২ শতাংশ। তবে সরকারের সঞ্চয় কমবে দশমিক ৪ শতাংশ।

গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে সিপিডি। সেখানে তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করা হয়েছে। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে এ সংবাদ সম্মেলন হয়।

এ বিষয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শুধু জ্বালানি তেল নয়, গ্যাস-বিদ্যুতের দামও সমন্বয় করতে হবে। তবে এটা কীভাবে ভারসাম্য আনা হবে, সেটা ঠিক করতে হবে। তিনি মনে করেন, এখনই ভালো সময় এ তিন বিষয়ের সমন্বয় করার।

সিপিডি বলছে, ক্রমাগত লোকসানের কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এখন পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার ফলে গত অর্থবছর বিপিসি ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ বছর তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে বিপিসি। এ মুনাফার অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা পরিষ্কার নয়।

দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক : সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় এমসিসিআইয়ের নেতারা বলেছেন, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমছে। এত দিন বলা হচ্ছিল, সরকার এই খাতে লোকসান করেছে। সেই লোকসান ইতিমধ্যে সমন্বয় হয়ে গেছে উল্লেখ করে ব্যবসায়ী নেতারা বলেন, এখন জ্বালানি তেলের দাম কমানো উচিত।

জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হচ্ছে। এটা আমার মন্ত্রণালয়ের বিষয় না হলেও ব্যবসায়ীদের এই দাবি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহলে কথা বলব।'

গতকাল একই দাবি অর্থমন্ত্রীর কাছে জানানো হলে তিনি বলেন, সরকার সচেতনভাবেই এত দিন জ্বালানি তেলের দাম কমায়নি। সরকারের মনোভাব ছিল বিপিসির লোকসান কিছুটা সমন্বয় করা। বিপিসির লোকসান পুরোটা সমন্বয় করা গেছে।

এ বিষয়ে এমসিসিআইয়ের সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যবসায় খরচ কমানোর অন্যতম বড় সুযোগ হলো জ্বালানি খরচ কমানো। উৎপাদন পর্যায়ের বড় একটি অংশই খরচ হয় এ জ্বালানি বাবদ ব্যয়ে। এখন যদি জ্বালানি তেলের দাম আংশিকও কমানো হয়, তবে ২০১৬ সালে যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা করার কথা বলা হচ্ছে, তাতে কাজে লাগবে। ব্যবসায় খরচ কমলে বিনিয়োগ বাড়বে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম আরও কমবে : বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম এখন গত ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এখন এই তেল বিক্রি হচ্ছে ব্যারেলপ্রতি ৩৬ থেকে ৩৭ ডলারের মধ্যে। মূলত তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট ওপেক উত্তোলন ও সরবরাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে দাম আরও কমে যাওয়ায় দেশগুলো আয় ধরে রাখতে সরবরাহ আরও বৃদ্ধি করেছে। আবার তেলের অন্যতম ভোক্তা চীনের অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে পড়ায় চাহিদা কমে গেছে। এর মধ্যে আবার রাশিয়া আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সরবরাহ আরও বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও ১৮ ডিসেম্বর থেকে নিজস্ব তেল রপ্তানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ফলে দেশটি যেকোনো সময় আন্তর্জাতিক বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল রপ্তানি শুরু করতে পারে। আবার ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে ২০১৬ সালে সেই দেশের তেলও ঢুকবে বাজারে। তাদের কাছেও রয়েছে তেলের বিশাল মজুত। এ অবস্থায় গোল্ডম্যান স্যাক্স ও সিটি গ্রুপসহ বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, চলতি বছর বিশ্ববাজারে প্রতি ব্যারেল জ্বালানি তেলের দাম কমে ২০ ডলারেও আসতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন মনে করেন, বর্তমান এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি নীতিমালা তৈরির সুযোগ এসেছে। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, জনসাধারণকে আগে থেকেই জানিয়ে দিতে হবে, আন্তর্জাতিক তেলের দাম কমলে বা বাড়লে তা সমন্বয় করা হবে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে যাতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে না হয়। আবার সরকারের ইচ্ছার ওপরও যাতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো বা কমানো না হয়। এই পদ্ধতিতে দীর্ঘ মেয়াদে সুফল পাওয়া যাবে।

প্রথম আলো
Date:04-01-2016 Page 13, Col 2-4 Size: 24 Col*Inc

বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার-পাঁচ মাস শান্তিশৃঙ্খলা ছিল। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও ছিল। কম ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। এমন ভালোর মাঝেও দুর্বলতা ছিল ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে। বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধন কমার পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। শিল্প খাতে মেয়াদি ঋণ কমে গেছে। আবার রাজস্ব আদায় পরিস্থিতিও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রমাণ দেয় না। তাই এ মুহূর্তে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

এভাবেই চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল রোববার মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হয়। সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষক তৌফিকুল ইসলাম খান মূল প্রবন্ধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

বাংলাদেশকে 'পুঁজি দুর্ভিক্ষের দেশ' হিসেবে অভিহিত করে সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অর্থনীতির ভেতরে স্থিতি রয়েছে, তবে চাঞ্চল্য কম। চাঞ্চল্য আনতে সরকার যদি সাহসিকতার সঙ্গে বড় ধরনের সংস্কার না করে তবে মধ্য মেয়াদে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বাস্তবায়ন করা যাবে না। ৭-৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন কষ্টকর হবে। সরকার এ ধরনের সংস্কারের বিষয়টি উপলব্ধি করছে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, শান্তি ও নিরাপত্তা বিভিন্নভাবে আক্রমণের মুখে পড়েছে, জঙ্গি আক্রমণ হচ্ছে। বিনিয়োগ আকৃষ্টের ক্ষেত্রে এগুলো প্রভাব ফেলবে। শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।'

সিপিডির মূল্যায়ন

- রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে ৪০ হাজার কোটি টাকা
- ব্যাংকিং খাতের কার্যক্রম চিন্তার বিষয়
- ২০২৩ সাল নাগাদ গ্যাসের মজুত তলানিতে ঠেকবে

সিপিডি বলছে, গত অর্থবছরের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থবছর শুরু করেছে সরকার। নতুন বিনিয়োগের চেয়ে কারখানাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতেই বিনিয়োগ বেশি হচ্ছে। অন্যদিকে প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিনিয়োগ আকর্ষণে এখনো বড় কোনো উদ্যোগ বা সংস্কার করতে দেখা যায়নি। সিপিডি মনে করে, এ বছরের বাকি সময়ে যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বস্তিতে থাকে, তবে বিনিয়োগে গতি আসতে পারে।

সিপিডির মতে, ২০২৩ সাল নাগাদ গ্যাসের মজুত তলানিতে এসে ঠেকবে। তাই এখন থেকে নতুন গ্যাসের সন্ধান কিংবা অন্য উৎস থেকে জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তার দিকে জোর দিতে হবে। এদিকে দেশের পুঁজি বিদেশে বিনিয়োগ করতে আইন ও নীতিগুলো পর্যালোচনার সুপারিশ করেছে সিপিডি।

সার্বিকভাবে এ মুহূর্তে করণীয় কী—এ সম্পর্কে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ পরিস্থিতি উদ্বেগের না হলেও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করেছে। তাই বড় ধরনের সংস্কার করতে হবে। এর প্রথম প্রকাশ হবে দ্রুত মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন বাস্তবায়ন। স্বল্প মেয়াদে পলিসি রেট, সুদের হার, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার কমানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অন্যদিকে তেলের দাম কমানো হলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) এ বছর সমাপ্ত হবে এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প শেষ করতে হবে। বিদেশি সহায়তার ব্যবহার বাড়াতে হবে। এডিপির প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। এ ছাড়া শুধু দুস্থ নয়, সব নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।

ব্যাংক খাত নিয়ে সিপিডি বলেছে, এ খাতের অব্যাহত পারফরম্যান্স চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে সোনালী ও বেসিক ব্যাংকে বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। ব্যাংকিং খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আর্থিক খাত কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি।

বেসিক ব্যাংকের উদাহরণ দিয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এখানে উন্মুক্তভাবে তছরুপের ঘটনা ঘটেছে। রাজনৈতিক ঋণ ও ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ ঋণের কারণে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে।

চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে বলে মনে করে সিপিডি। অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক যে সক্ষমতা রয়েছে, এর চেয়ে বেশি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গত অর্থবছরের চেয়ে ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি রাজস্ব আদায় করতে হবে। এদিকে রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধি ওঠানামা করছে বলে বছরে কী পরিমাণ প্রবৃদ্ধি, তা এ মুহূর্তে প্রাক্কলন করা কষ্টসাধ্য বলে মনে করে সিপিডি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষকেরা ● প্রথম আলো

The New Nation
Date:04-01-2016 Page 12, Col 1-4 Size: 14 Col*Inc

Revenue shortfall to be Tk40,000cr in FY16: CPD

Staff Reporter

Centre for Policy Dialogue (CPD) has estimated that the government will experience a shortfall of Tk 40,000 crore in revenue collection in fiscal year (FY) 2015-16.

The CPD, a civil society think tank, came up with the estimate in its review report on the 'State of the Bangladesh Economy in FY 2015-16' released on Sunday.

Making a power-point presentation on the review report at BRAC Centre Inn in the city, CPD research fellow Towfiqul Islam Khan said that the revenue shortfall in the current fiscal will be due to many reasons like overambitious targets, low international price of imported commodities, incentives in budget and lack of major improvement in administrative policy.

The National Board of Revenue (NBR) has got a target of Tk 176,370 crore of revenue collection in fiscal 2015-16 against Tk 135,028 crore last year.

This year, the target was set for collection at Tk 64,971 crore from income tax, while Tk 64,262 crore from VAT and Tk 18,752 from import duty. The target for export duty has been fixed at Tk 37 crore, excise duty at Tk 1,239 crore and supplementary duty at Tk 25,875 crore.

Contd on page-11- Col-1

Revenue shortfall

Cont from page 12

About public finance, the CPD report said it scrutinised 26 projects taken under Annual Development Programme (ADP) in fiscal 2014-15 and found that 14 projects out of 26 were supposed to be completed in fiscal 2014-15. Apart from one project, the remaining 13 projects were carried forward to the ADP for fiscal 2015-16.

According to the research report, if the project is not completed within the timeframe, the expenditure of the project will go up and people will not get benefit from it.

The gross domestic product (GDP) will increase slightly if fuel price reduces with the fall of prices in the international market, added the report.

Speaking on the occasion, CPD Fellow Dr Debapriya Bhattacharya said if the allocation of project is spent, the project makes a success. But, they never evaluate where beneficiaries are getting benefits from it.

The allocation for social safety net has declined in the fiscal and its coverage is also minimised, the CPD report said, adding: "Social sectors and social security programmes are not getting enough allocation in the budget. Allowance for Old Age Scheme was Tk 1,440 crore and will remain the same in the coming two fiscal years."

About the 20 per cent import duty imposed on rice market, the report said, primary analysis reveals that local paddy price would increase by about 14 percent due to the introduction of the 20 percent duty on rice import. The quantity supplied by the private importers will decrease, as import will relatively more expensive than before the intervention.

The CPD report said paddy farmers will enjoy the highest surplus gain among the beneficiaries due to the introduction of rice import duty. "The estimated annual welfare gain for the paddy farmers in 2015 prices would be about Tk 411 crore."

The CPD stressed introducing Bangladesh Agriculture Costs and Prices Commission (BACPC) to provide strategic guidelines to the country's food security, suggesting incentives or subsidy to producers and giving guidelines for price signals in the market.

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:04-01-2016 Page 01, Col 3-4 Size 33 Col*Inc

Tk 40,000cr revenue shortfall likely: CPD

STAFF CORRESPONDENT

Centre for Policy Dialogue, a leading economic think tank, has predicted that the government's revenue collection may undershoot its target by Tk 40,000 crore in the current fiscal year.

The CPD listed a number of reasons behind this deficit, including overambitious target, low international prices of imported commodities, incentives in budget and lack of major improvements in the administrative policy.

The CPD forecast came in its economic review report styled 'State of Bangladesh Economy in FY2016,' unveiled at a city hotel on Sunday.

National Board of Revenue set the collection target at Tk 176,370 crore for the ongoing 2015-16 fiscal, much higher from last year's Tk 135,028 target.

Of the new target, Tk 64,971 crore has been estimated to come from income tax while Tk 64,262 crore from VAT and Tk 18,752 from import duties.

The target for export duties has been fixed at Tk 37 crore, excise duties at Tk 1,239 crore and supplementary duties at Tk 25,875.

The CPD feared that costs of a good many development schemes, being implemented under the government's annual public investment plan, may go up. "Even, the public won't be benefitted for delays in their

Page 15 Col 2

Tk 40,000cr revenue shortfall likely

From Page 1

implementation."

The report has scrutinised 26 ADP projects of FY2014-15 and found that 14 out of 26 projects were supposed to be completed in that year, but only 13 projects were carried forward to the current fiscal's ADP.

"If the projects aren't finished within the timeframe, expenditure will go up and people won't benefit from the projects," commented CPD's research fellow Towfiqul Islam Khan as he presented the highlights of the report.

If the allocation of a project is spent, the project is considered to be a success, but it is never evaluated whether the beneficiaries are getting benefits from it, said distinguished fellow of the centre Dr Debapriya Bhattacharya.

On the other hand, allocation for social safety net has declined in the current fiscal and its coverage has also been minimised, the CPD complained.

"Social sectors and social security programmes aren't getting enough allocation in the budget—even lower than NSSS targets. Allowance for old age scheme was Tk 1,440 crore and will remain the same in the next two fiscals."

NSSS is the national social security strategy that safeguards the extreme poor's economic security. The policy guideline was adopted in 2015.

The CPD report says a primary analysis reveals that local paddy price would rise by about 14 percent for introduction of the 20 percent duty on rice imports.

The quantity supplied by private importers will decrease as imports will relatively be more expensive.

Towfiq said farmers will enjoy highest surplus gain among the beneficiaries due to the new rice import duty. "The estimated annual welfare gain for the paddy farmers in 2015 prices would be about Tk 411 crore."

The CPD thrust on introducing Bangladesh Agriculture Costs and Prices Commission to provide a policy guideline on food security, suggesting incentive or subsidy to producers and giving a guideline for price signals on the market.

dailyobserver
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:04-01-2016 Page 01, Col 6-7 Size: 18 Col*Inc

CPD predicts Tk 40,000cr deficit in revenue earning

Staff Correspondent

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think-tank, has estimated that the government would experience a shortfall of Tk 40,000 crore in revenue collection in 2015-16 Fiscal Year.

The information was revealed at a press conference on 'Bangladesh Economy in 2015-16: First Interim Review' arranged at Brac Inn centre in the city on Sunday. Different aspects of Bangladesh Economy, in first five months of current fiscal, were highlighted in the press meeting. CPD researcher Dr Toufikul Islam Khan presented the keynote paper.

CPD predicts Tk 40,000cr deficit

FROM PAGE 1

(GDP) will increase slightly if fuel prices reduce in coordination with the international market prices, according to research report of the CPD.

He said that 10 per cent reduction in the price of oil would increase the rate of GDP growth by 0.3 per cent. It will also reduce 0.2 per cent inflation. The think-tank called upon the government to reduce diesel, kerosene and furnace oil prices.

Making a power-point presentation on the review report at city's BRAC Centre Inn, CPD research fellow Towfiqul Islam Khan said the revenue shortfall in the FY 2015-16 could be Tk 40,000 crore due to many reasons like overambitious targets, low international price of imported commodities, incentives in budget and lack of major improvement in administrative policy.

The National Board of Revenue (NBR) has got a target of Tk 176,370 crore of revenue collection in 2015-16 against Tk 135,028 last year.

This year, the target was set for collection at Tk 64,971 crore from income tax, while Tk 64,262 crore from VAT and Tk 18,752 from import duty. The target for export duty has been fixed at Tk 37 crore, excise duty at Tk 1,239 crore and supplementary duty at Tk 25,875.

About public finance, the CPD report said it scrutinised 26 projects taken under Annual Development Programme (ADP) in FY 2014-15 and found that 14 projects out of 26 were supposed to be completed in FY 20114-15. Apart from one project, the remaining 13 projects were carried forward to the ADP for FY 2015-16.

Towfiqul Islam said if the projects are not completed within the timeframe, the expenditure of the projects will go up and people will not get benefit from it.

Speaking on the occasion, CPD fellow Dr Debapriya Bhattacharya said if the allocation of project is spent, the project makes a success. But, they never evaluate where beneficiaries are getting benefits from it.

The allocation for social safety net has declined in the fiscal and its coverage is also minimized, the CPD report says. "Social sectors and social security programmes are not getting enough allocation in the budget -- even lower than NSSS targets. Allowance for Old Age Scheme was Tk 1,440 crore and will remain the same in the coming two fiscal years."

About the 20 per cent import duty imposed on rice market, the report says primary analysis reveals that local paddy price would increase by about 14 per cent due to the introduction of the 20 per cent duty on rice import. The quantity supplied by the private importers will decrease as import will relatively more expensive than before the intervention.

theindependent

Date:04-01-2016 Page 01, Col 5-6 Size: 17 Col*Inc

CPD ON GOVT REVENUE COLLECTION

Tk 400b shortfall likely

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, has estimated that the government will experience a shortfall of Tk 40,000 crore in revenue collection in fiscal 2015-16, reports UNB.

The CPD came up with the estimate in its review report, 'State of the Bangladesh Economy in FY2016', released yesterday.

Making a power-point presentation on the review report at city's BRAC Centre Inn, CPD research fe w Towfiqul Islam Khan said the revenue shortfall in the fisca 015-16 could be Tk 40,000 crore due to many reasons like overa oitious targets, low international price of imported commodities, incentives in budget and lack of major improvement in administrative policy.

The National Board of Revenue (NBR) has got a target of Tk 176,370 crore of revenue collection in fiscal 2015-16 against Tk 135,028 last year. This year, the target was set for

SEE PAGE 2 COL 5

Tk 400b shortfall likely

FROM PAGE 1 COL 6

collection at Tk 64,971 crore from income tax, while Tk 64,262 crore from VAT and Tk 18,752 from import duty. The target for export duty has been fixed at Tk 37 crore, excise duty at Tk 1,239 crore and supplementary duty at Tk 25,875.

About public finance, the CPD report said it scrutinised 26 projects taken under Annual Development Programme (ADP) in fiscal 2014-15 and found that 14 projects out of 26 were supposed to be completed in fiscal 20114-15. Apart from one project, the remaining 13 projects were carried forward to the ADP for fiscal 2015-16.

Towfiqul Islam said if the project is not completed within the timeframe, the expenditure of the projects will go up and people will not get benefit from it. Speaking on the occasion, CPD fellow Dr Debapriya Bhattacharya said if the allocation of project is spent, the project makes a success.

But, they never evaluate where beneficiaries are getting benefits from it. The allocation for social safety net has declined in the fiscal and its coverage is also minimised, the CPD report says. "Social sectors and social security programmes are not getting enough allocation in the budget—even lower than NSSS targets. Allowance for Old Age Scheme was Tk 1,440 crore and will remain the same in the coming two fiscal years."

About the 20 percent import duty imposed on rice market, the report says primary analysis reveals that local paddy price would increase by about 14 percent due to the introduction of the 20 percent duty on rice import.

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:04-01-2015 Page 03 Col 7-8 Size:11 Col*Inc

বিনিয়োগ বাড়াতে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ সিপিডির

প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সিপিডির গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, জ্বালানি তেলের দাম ১০ শতাংশ কমানো হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। মূল্যস্ফীতি কমবে শূন্য

চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

দশমিক ২ শতাংশ। তৈরি পোশাকের রফতানি বাড়বে দশমিক ৪ শতাংশ। ভোক্তা চাহিদা বাড়বে দশমিক ৬ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি কমবে দশমিক ২ শতাংশ। তবে সরকারের সঞ্চয় কমবে দশমিক ৪ শতাংশ। গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল।

দীর্ঘদিন লোকসানে থেকে গত বছর তারা ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা লাভ করেছে। এবছর বিপিসির ১১ হাজার কোটি টাকা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। মুনাফার এ অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা পরিষ্কার নয়। যদিও সিপিডির ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় উঠে আসে, চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কম।

পর্যালোচনা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দেশে ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তাই আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৫ থেকে ৬টি প্রকল্প শেষ করার জন্য প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হলে প্রকল্পগুলো সময়মতো বাস্তবায়ন করতে হবে বলে মনে করে সংস্থাটি।

প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে তৌকিকুল ইসলাম আরও বলেন, গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসব প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার মাত্র ১৪ শতাংশ এতদিনে সমাপ্ত হয়েছে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এজন্য টাস্কফোর্স গঠন করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে।

The News Today
Date:04-01-2016 Page 01, Col 1-3 Size: 29 Col*Inc

CPD foresees Tk 40,000cr revenue shortfall

Oil price cut to help GDP growth, it says

Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, has estimated that the government will experience a shortfall of Tk 40,000 crore in revenue collection in fiscal 2015-16, reports UNB.

The CPD came up with the estimate in its review report, 'State of the Bangladesh Economy in FY2016', released on Sunday.

Making a power-point presentation on the review report at city's BRAC Centre Inn, CPD research fellow Towfiqul Islam Khan said the revenue shortfall in the fiscal 2015-16 could be Tk 40,000 crore due to many reasons like overambitious targets, low international price of imported commodities, incentives in budget and lack of major improvement in administrative policy. The National Board of Revenue (NBR) has got a target of Tk 176,370 crore of revenue collection in fiscal 2015-16 against Tk 135,028 last year.

This year, the target was set for collection at Tk 64,971 crore from income tax, while Tk 64,262 crore from VAT and Tk 18,752 from import duty. The target for export duty has been fixed at Tk 37 crore, excise duty at Tk 1,239 crore and supplementary duty at Tk 25,875.

About public finance, the CPD report said it scrutinised 26 projects taken under Annual Development Programme (ADP) in fiscal 2014-15 and found that 14 projects out of 26 were supposed to be completed in fiscal 20114-15. Apart from one project, the remaining 13 projects were carried forward to the ADP for fiscal 2015-16.

Towfiqul Islam said if the project is not completed within the timeframe, the expenditure of the projects will go up and people will not get benefit from it.

Speaking on the occasion, CPD fellow Dr Debapriya Bhattacharya said if the allocation of project is spent, the project makes a success. But, they never evaluate where beneficiaries are getting benefits from it. The allocation for social safety net has declined in the fiscal and its coverage

▶ Page 15 col. 1

CPD foresees

From Page 1 col. 2

is also minimised, the CPD report says. "Social sectors and social security programmes are not getting enough allocation in the budget -- even lower than NSSS targets. Allowance for Old Age Scheme was Tk 1,440 crore and will remain the same in the coming two fiscal years."

About the 20 percent import duty imposed on rice market, the report says primary analysis reveals that local paddy price would increase by about 14 percent due to the introduction of the 20 percent duty on rice import. The quantity supplied by the private importers will decrease as import will relatively more expensive than before the intervention.

Towfiqul Islam said the paddy farmers will enjoy the highest surplus gain among the beneficiaries due to the introduction of rice import duty. "The estimated annual welfare gain for the paddy farmers in 2015 prices would be about Tk 411 crore," he added.

CPD stressed introducing Bangladesh Agriculture Costs and Prices Commission (BACPC) to provide strategic guidelines to the country's food security, suggesting incentives or subsidy to producers and giving guidelines for price signals in the market.

If petroleum price is cut by 10 percent, the country's GDP will go up by 0.3 percent, estimates the Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank.

CPD's review report, 'State of the Bangladesh Economy in FY2016', released on Sunday said if oil price comes down, the country's inflation will cut by 0.2 percent, RMG export will increase by 0.4 percent, household consumption will go up by 0.6 percent, and government savings will come down by 0.4 percent.

Making a power-point presentation on the review report at city's BRAC Centre Inn, CPD research fellow Towfiqul Islam Khan said general people will be benefited with the oil price cut.

He said domestic prices of petroleum products have not been adjusted within the declining trend in international market price since January 2013 while India adjusts its local price regularly with the international ones.

After the incurring of losses for 15 years in a row, the CPD researcher said, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) made a profit of 5,263 crore in fiscal 2015-16.

It is expected with the same level of international petroleum price and unchanged selling prices in domestic market, BPC's profit may go up to Tk 11,000 crore, he said, adding there is a strong demand from stakeholders for reducing petroleum prices.

Speaking on the occasion, CPD fellow Dr Debapriya Bhattacharya said CPD suggests adjusting fuel oil prices as general people as well as businessmen will get benefits from it.

THE DAILY
PEOPLE'S TIME
we believe in people's reality
Date:04-01-2016 Page: 03, Col 1-2 Size:11 Col*Inc

Revenue collection to fall short by Tk 40,000 crore: CPD

Business Desk

During the fiscal year 2015-2016, the government will fail to collect about Tk 40,000 crore in revenue, Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, estimated. The National Board of Revenue (NBR) has got a target of Tk 176,370 crore of revenue collection in fiscal 2015-16 against Tk 135,028 last year. This year, the target was set for collection at Tk 64,971 crore from income tax, while Tk 64,262 crore from VAT and Tk 18,752 from import duty. The target for export duty has been fixed at Tk 37 crore, excise duty at Tk 1,239 crore and supplementary duty at Tk 25,875. CPD research fellow Towfiqul Islam Khan said the revenue shortfall in the fiscal 2015-16 could be Tk 40,000 crore due to many reasons like overambitious targets, low international price of imported commodities, incentives in budget and lack of major improvement in administrative policy. The CPD came up with the estimate in its review report, 'State of the Bangladesh Economy in FY2016', released on Sunday. CPD stressed introducing Bangladesh Agriculture Costs and Prices Commission (BACPC) to provide strategic guidelines to the country's food security, suggesting incentives or subsidy to producers and giving guidelines for price signals in the market. Regarding the 20% import duty imposed on rice market, the report says primary analysis reveals that local paddy price would increase by about 14% due to the introduction of the 20 percent duty on rice import. The quantity supplied by the private importers will decrease as import will relatively more expensive than before the intervention. Towfiqul Islam said the paddy farmers will enjoy the highest surplus gain among the beneficiaries due to the introduction.

THE BANGLADESH TODAY
Date: 04-01-2016 Page 12, Col 5-8 Size: 22 Col*Inc

CPD foresees Tk 40,000cr shortfall in revenue collection

DHAKA : Centre for Policy Dialogue (CPD), a civil society think tank, has estimated that the government will experience a shortfall of Tk 40,000 crore in revenue collection in fiscal 2015-16.

The CPD came up with the estimate in its review report, 'State of the Bangladesh Economy in FY2016', released on Sunday, reports UNB.

Making a power-point presentation on the review report at city's BRAC Centre Inn, CPD research fellow Towfiqul Islam Khan said the revenue shortfall in the fiscal 2015-16 could be Tk 40,000 crore due to many reasons like overambitious targets, low international price of imported commodities, incentives in budget and lack of major improvement in administrative policy.

The National Board of Revenue (NBR) has got a target of Tk 176,370 crore of revenue collection in fiscal 2015-16 against Tk 135,028 last year.

This year, the target was set for collection at Tk 64,971 crore from income tax, while Tk 64,262 crore from VAT and Tk 18,752 from import duty. The target for export duty has been fixed at Tk 37 crore, excise duty at Tk 1,239 crore and supplementary duty at Tk 25,875.

About public finance, the CPD report said it scrutinised 26 projects taken under Annual Development Programme (ADP) in fiscal 2014-15 and found that 14 projects out of 26 were supposed to be completed in fiscal 20114-15. Apart from one project, the remaining 13 projects were carried forward to the ADP for fiscal 2015-16.

Towfiqul Islam said if the project is not completed within the timeframe, the expenditure of the projects will go up and people will not get benefit from it.

Speaking on the occasion, CPD fellow Dr Debapriya Bhattacharya said if the allocation of project is spent, the project makes a success. But, they never evaluate where beneficiaries are getting benefits from it.

The allocation for social safety net has declined in the fiscal and its coverage is also minimised, the CPD report says. "Social sectors and social security programmes are not getting enough allocation in the budget-even lower than NSSS targets. Allowance for Old Age Scheme was Tk 1,440 crore and will remain the same in the coming two fiscal years."

About the 20 percent import duty imposed on rice market, the report says primary analysis reveals that local paddy price would increase by about 14 percent due to the introduction of the 20 percent duty on rice import. The quantity supplied by the private importers will decrease as import will relatively more expensive than before the intervention.

Towfiqul Islam said the paddy farmers will enjoy the highest surplus gain among the beneficiaries due to the introduction of rice import duty. "The estimated annual welfare gain for the paddy farmers in 2015 prices would be about Tk 411 crore," he added.

CPD stressed introducing Bangladesh Agriculture Costs and Prices Commission (BACPC) to provide strategic guidelines to the country's food security, suggesting incentives or subsidy to producers and giving guidelines for price signals in the market.

দৈনিক
আজকালের খবর
Date:04-01-2016 Page:01, Col:4 Size:10 Col*Inc

জ্বালানি তেলের দর কমাতে সুপারিশ করেছে সিপিডি

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

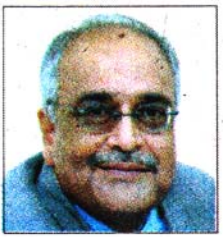

জ্বালানি তেল বিশেষত, ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েলে দাম কমানোর সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। একই সঙ্গে গ্যাস ও বিদ্যুতের দামও সমন্বয় করার সুপারিশ করা হয়। রবিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ওই সুপারিশ করা হয়। সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিশ্ব বাজারের পরিস্থিতি অনুসারে তেলের দর কমানো উচিত। এতে বেশি হবেন ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির মতামত, বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দর সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

জ্বালানি তেলের দর কমাতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। দেশের বাজারে তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমালে সামষ্টিক দেশজ ?উৎপাদন দশমিক ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে।

পাশাপাশি তৈরি পোশাক রফতানি দশমিক ৪০ শতাংশ, ভোক্তা চাহিদা দশমিক ৬০ শতাংশ বাড়বে এবং অপরদিকে মূল্যস্ফীতি দশমিক ২ শতাংশ কমবে বলে সিপিডি অভিমত ব্যক্ত করেছে। তবে এতে সরকারের সঞ্চয় কমবে দশমিক ৪ শতাংশ। সিপিডি বলছে, জ্বালানি তেলে ভর্তুকির কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) ক্রমাগত লোকসান দিয়েছে। ভর্তুকি টাকা বাবদ ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে মুনাফায় থাকা বিপিসি ঋণ পরিশোধ করছে কিনা, বিষয়টি পরিষ্কার নয়। সিপিডির হিসাব অনুসারে, গত অর্থবছরে বিপিসি মুনাফা করেছে ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা। দাম অপরিবর্তিত থাকলে চলতি অর্থবছরেও ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফা হবে। এদিকে বিপিসির লোকসান সমন্বয় করা হয়েছে বলে রবিবার সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি বলেন, জ্বালানি তেলের ক্ষতি সমন্বয় করা হয়েছে। এবার দাম কমানোর বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে। তবে, সহসাই কমছে না জ্বালানি তেলের দাম। কেননা অর্থমন্ত্রী এ সময় জানান, আগে এ বিষয়ে নীতিমালা করা হবে, তারপর দাম কমানোর বিষয়টির খতিয়ে দেখা হবে। বিনিয়োগ বিষয়ে সিপিডি বলছে, এখন বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। নতুন অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে বিনিয়োগ আকর্ষণে বড় কোনো উদ্যোগ বা সংস্কার করতে দেখা যায়নি। রাজস্ব বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির মতামত, এ বছর রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। আর এ জন্য দায়ী হবে অস্থিতিশীলতা।

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh
Date:04-01-2016 Page 01 Col 3-7 Size 30 Col*Inc

রাজধানীতে রোববার সিপিডির সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ● আলোকিত বাংলাদেশ

জ্বালানি তেলের দাম কমানোর পরামর্শ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

জ্বালানি তেলের দাম দ্রুত কমানোর পরামর্শ দিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিডিপি)। জ্বালানি তেলের দাম ১০ শতাংশ কমালে দেশের মোট দেশজ আয় (জিডিপি) শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে বলেও মনে করে সংস্থাটি। রাজধানীর একটি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রোববার স্টেট অব দ্য বাংলাদেশ ইকোনমি শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সিপিডি এসব তথ্য জানায়। এছাড়া অর্থনীতিতে গতি আনতে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্যাকেজও ঘোষণা করেছে সিপিডি। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা বিভাগের পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠানে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অর্থনীতিতে অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও বিনিয়োগে স্থবিরতা উদ্বেগের

অর্থনীতির গতি আনতে সিপিডির প্যাকেজ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জ্বালানি তেলের দাম

● ১ম পৃষ্ঠার পর

কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মূলত আর্থিক খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এ সঙ্কট দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে প্রকাশ্যেই ব্যাংকগুলোর তহবিল তছরুপ করা হচ্ছে। ব্যাংক ঋণের বড় একটা অংশ যাচ্ছে পরিচালকদের প্রতিষ্ঠানে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েও তহবিল তছরুপের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রয়েছে হাজারো প্রকল্প। নতুন প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হচ্ছে না। কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ছে। অর্থ ব্যয় হলেই প্রকল্প সফল বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মানুষের সুফল কতটা বাড়ছে, তা বিবেচনা করা হচ্ছে না।

ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়াতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জানমালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জোর দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ড. দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। অর্থনীতির গতি ধরে রাখতে সব সময় রাজনীতির মাঠ স্বাভাবিক রাখতে হবে। আগামীতে কোনো সহিংসতা হবে না– এমন প্রত্যাশা সবার। তিনি বলেন, বিভিন্ন জায়গায় হামলা হচ্ছে; জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগও রয়েছে। জঙ্গিবাদ ও সহিংস হামলার আশঙ্কা নির্মূল হলে বিনিয়োগ বাড়বে।

কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন এ অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, বর্তমান প্রযুক্তিতে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে ব্যয় কমানো প্রয়োজন। তাছাড়া খাদ্যপণ্যের দাম নির্ধারণে উৎপাদক ও ভোক্তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। দুই পক্ষের স্বার্থ নিশ্চিত করতে কৃষিপণ্যের মূল্য কমিশন গঠন করার তাগিদ দেন।

জ্বালানি তেলের দাম প্রসঙ্গে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিশ্ববাজারে দাম কমে আসায় সরকারের কিছুটা সাশ্রয় হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ করতে পারছে না সরকার। এ অবস্থায় তেলের মুনাফা সরকারের স্বস্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে সরকার এককভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে হবে না। এর সুফল উৎপাদক ও ভোক্তাদেরও দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা ফেলো ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আহরণ হবে। সামর্থ্যের বেশি লক্ষ্য নির্ধারণ, আমদানি পণ্যের দাম কমে আসা ও সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনায় কর ছাড় ও ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রত্যাশিত হারে রাজস্ব আসবে না বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়নেও বেহাল দশা বিরাজ করছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টির কাজ গেল অর্থবছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও লক্ষ্য অর্জন হয়নি। ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয়টি বড় প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নেয়া প্রকল্পগুলোর মাত্র ১৪ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। বেসরকারি বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হয়। দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স গঠনের পরামর্শ দেয়া হয় প্রতিবেদনে।

জ্বালানি তেলের দাম কমালে বাড়বে জিডিপি : বিশ্ববাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জ্বালানি তেলের দাম দ্রুত কমানোর পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেলের দাম ১০ শতাংশ কমালে দেশের জিডিপি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে দশমিক ২ শতাংশ। এর সুফল উদ্যোক্তা ও ভোক্তা দুই পক্ষই পাবে। তেলের দাম প্রস্তাবিত হারে সমন্বয় হলে ব্যক্তি খাতে ভোগ দশমিক ৬ শতাংশ বাড়বে। তবে পল্লী অঞ্চলে ভোগ বাড়বে দশমিক ৭ শতাংশ। তেলের দাম ১০ শতাংশ কমলে শুধু তৈরি পোশাক রফতানি দশমিক ৪ শতাংশ বাড়বে বলে জানিয়েছে সিপিডি। তবে এর ফলে সরকারের সঞ্চয় কমবে জিডিপির দশমিক ৪ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লোকসানের কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এখন পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমায় গত অর্থবছরে বিপিসি ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ বছর তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে বিপিসি। এ মুনাফার অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে কিনা, তা পরিষ্কার নয়।

এ বিষয়ে ড. মুস্তাফিজ বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ৪০ ডলারে নেমে এলেও সরকার এ দামে কিনতে পারছে না। অগ্রিম কেনার কারণে হয়তো কিছু বেশি দাম দিতে হচ্ছে। সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে দেশে জ্বালানি তেলের দাম কমাতে হবে। তেলের পাশাপাশি গ্যাস-বিদ্যুৎসহ জ্বালানি খাতের অন্য সেবার মূল্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

সঙ্কট কাটাতে প্যাকেজ ঘোষণা : দেশের অর্থনীতির গতি বাড়াতে একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সিপিডি। প্যাকেজে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু সুপারিশ রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বেশকিছু সংস্কার প্রস্তাব। সরকারের অর্থ ব্যয়ে গুণগত মান বাড়ানো, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত করতে টাস্কফোর্স গঠন, কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণে কমিশন গঠন, স্বচ্ছ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়নের পরামর্শ রয়েছে প্রস্তাবে।

স্বল্প মেয়াদে ব্যাংকের নীতি সুদহার কমানোর পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। এতে সুদের হার কমে আসবে বলে মনে করে সংস্থাটি। একই সঙ্গে বিনিময় হারে পরিবর্তনের কারণে রফতানিকারকরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। এর পাশাপাশি চলতি বছর শেষ হবে– এমন প্রকল্পে জোর দেয়া, বিদেশি সহায়তার ব্যবহার বাড়ানোয় জোর দেয় সিপিডি।

ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, আর্থিক খাতে সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। সংস্কার না হলে জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা হবে না। হলমার্ক কেলেঙ্কারির পর সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিজেই প্রকাশ্যে বলেছেন, এ অর্থ উদ্ধার হবে না। বেসিক ব্যাংকে লুটপাট হলেও উর্ধ্বতনদের বিপক্ষে কোনো অভিযোগের প্রমাণ পায়নি দুর্নীতি দমন কমিশন। এ অবস্থা চলতে পারে না।

আমাদের অর্থনীতি
Date:04-01-2016 Page 01, Col 6-8 Size:14 Col*Inc

অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আছে প্রাণচঞ্চলতা নেই : দেবপ্রিয়

জাফর আহমদ : সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাস অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ছিল। কিন্তু চঞ্চলতা ছিল না। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি-২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন সিপিপির রিসার্চ ফেলো তৌফিকুর ইসলাম। বক্তব্য রাখেন– ড. ফাহমিদা খাতুন, খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমুখ।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, জুলাই-ডিসেম্বর এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

'জঙ্গিবাদ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে'

জাফর আহমদ : জঙ্গিরা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছে। থার্টিফার্স্টের মতো উৎসব উদযাপন করা যায়নি। থার্টিফার্স্টের মধ্যরাতে মানুষকে জরুরি কাজেও বের হতে হয়েছে নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। খাবার হোটেল পর্যন্ত খোলা পাওয়া যায়নি। নিষেধাজ্ঞা এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ছয়মাস দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল। জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতা দিয়ে শুরু হলেও নতুন অর্থবছর শুরু হয় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য ফিরে আসেনি। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ ২২ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, সরকারি খাতে বিনিয়োগ প্রস্তাব থাকলেও খরচ করা করা যায়নি, রাজস্ব আদায় হয়নি এবং বিদেশি সাহায্য পাইপলাইনে থাকলেও তা খরচ করা সম্ভব হয়নি।

মূলধনি যন্ত্রপাতি কমে যাওয়া ও মেয়াদি ঋণ আশানুরূপ না হওয়াও অর্থনীতিতে প্রাণ চঞ্চলতা ফিরে না আসার অন্যতম কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। অর্থনীতির প্রাণ চঞ্চলতা ফিরিয়ে আনতে সরকারের গৃহিত সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করা, সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তায়ন ও গুণমান নিশ্চিত করা, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার জোরদার করা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করার জন্য দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সুপারিশ করেন।

আমাদের অর্থনীতির এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতের সুদের হার আমানতকারীর সুবিধা-অসুবিধারভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে না। সুদের হার নির্ধারিত হবে বিনিয়োগের সুবিধারভিত্তিতে। সুদের হারে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না।

দেবপ্রিয় বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমেছে। আগামী ৩/৪ বছর তা অব্যাহত থাকবে। সরকার রাজস্ব বা বিদেশি সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধা করতে পারছে না। তেলের ক্ষেত্রেই 'নিশ্বাস' নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তেলের দাম কমিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের সুবিধা সাধারণ মানুষকেও দেওয়ার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। কৃষিপণ্যের দাম ন্যায্য করার জন্য কমিশন গঠন করার পক্ষে মত দেয় সিপিডি। সিবিডির পক্ষ থেকে বলা হয়, কাউন্সিল গঠন করা হলে কৃষি খাতে উৎপাদেন শেষ সীমায় এসেছে কিনা তা দেখবে। উৎপাদন করে কৃষককে সঠিক দাম পাইয়ে দেওয়া, সরকারের পক্ষ থেকে দাম পাওয়া নিশ্চিত করা এবং ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করবে।

আমাদের সময়
Date:04-01-2016 Page01,Col 6-7 Size: 21 col*inc

অনুকূল পরিবেশেও বিনিয়োগে স্থবিরতা উদ্বেগের : সিপিডি

রাজস্ব ঘাটতি হবে ৪০ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পাঁচ মাস ধরে অর্থনীতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই। পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় ব্যাংক ঋণে সুদের হারও কমে আসছে। জ্বালানি তেলসহ সব পণ্যের দামই আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্নমুখী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তবে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগে খরা না কাটায় অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ মোট দেশজ আয়ের ২২ শতাংশই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিনিয়োগ বোর্ডে বিনিয়োগ প্রকল্পের নিবন্ধন কমে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

অনুকূল পরিবেশেও বিনিয়োগে স্থবিরতা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আসছে। কমেছে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ। পুঁজিবাজারে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপও) পরিমাণ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিসহ ব্যক্তি বিনিয়োগের প্রতিটি সূচকেই মন্দা বিরাজ করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিডিপি) সর্বশেষ পর্যালোচনায় এসব বিষয় উঠে এসেছে।

রাজধানীর একটি সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে রোববার 'স্টেট অব দ্য বাংলাদেশ ইকোনমি' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে সিপিডি। এতে বক্তব্য রাখেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা বিভাগের পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

তেলের দাম কমাতে সিপিডির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। তা ছাড়া তেলের দাম ১০ শতাংশ কমালে দেশের মোট দেশজ আয় (জিডিপি) শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে বলে এ সময় জানানো হয়। অর্থনীতির গতি আনতে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্যাকেজও ঘোষণা করেছে সিপিডি।

অনুষ্ঠানে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অর্থনীতিতে অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও বিনিয়োগে স্থবিরতা উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মূলত আর্থিক খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এ সংকট দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে প্রকাশ্যেই ব্যাংকগুলোর তহবিল তছরুপ করা হচ্ছে। ব্যাংক ঋণের বড় একটি অংশ যাচ্ছে পরিচালকদের প্রতিষ্ঠানে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েও তহবিল তছরুপের ঘটনা দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, সরকারের অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রয়েছে হাজারও প্রকল্প। নতুন প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হচ্ছে না। কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ছে। অর্থ ব্যয় হলেই প্রকল্প সফল বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মানুষের সুফল কতটা বাড়ছে তা বিবেচনা করা হচ্ছে না।

ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়াতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জানমালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ড. দেবপ্রিয়। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। অর্থনীতির গতি ধরে রাখতে সব সময় রাজনীতির মাঠ স্বাভাবিক রাখতে হবে। আগামীতে কোনো সহিংসতা হবে না এমন প্রত্যাশা সবার। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন জায়গায় হামলা হচ্ছে। জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগও রয়েছে। জঙ্গিবাদ ও সহিংস হামলার আশঙ্কার নির্মূল হলে বিনিয়োগ বাড়বে।

কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে বড় ধরনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন এ অর্থনীতিবিদ। ড. দেবপ্রিয় বলেন, বর্তমান প্রযুক্তিতে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে ব্যয় কমানো প্রয়োজন। তা ছাড়া খাদ্যপণ্যের দাম নির্ধারণে উৎপাদক ও ভোক্তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। দুপক্ষের স্বার্থ নিশ্চিত করতে কৃষিপণ্যের মূল্য কমিশন গঠন করার তাগিদ দেন তিনি।

জ্বালানি তেলের দাম প্রসঙ্গে ড. দেবপ্রিয় বলেন, বিশ্ববাজারে দাম কমে আসায় সরকারের কিছুটা সাশ্রয় হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ করতে পারছে না সরকার। এ অবস্থায় তেলের মুনাফা সরকারের স্বস্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে সরকার এককভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে হবে না। এর সুফল উৎপাদক ও ভোক্তাদেরও দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা ফেলো ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আহরণ হবে। সামর্থ্যের বেশি লক্ষ্য নির্ধারণ, আমদানি পণ্যের দাম কমে আসা ও সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনায় করছাড় এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রত্যাশিত হারে রাজস্ব আসবে না বলে প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়নেও বেহাল দশা বিরাজ করছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টির কাজ গত অর্থবছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও লক্ষ্য অর্জন হয়নি। আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৫ থেকে ৬টি বড় প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নেওয়া প্রকল্পগুলোর মাত্র ১৪ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। বেসরকারি বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হয়। দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয় প্রতিবেদনে।

তেলের দাম কমালে বাড়বে জিডিপি : বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে তেলের দাম দ্রুত কমানোর পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেলের দাম ১০ শতাংশ কমালে দেশের জিডিপি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে দশমিক ২ শতাংশ। এর সুফল উদ্যোক্তা ও ভোক্তা দুপক্ষই পাবে। তেলের দাম প্রস্তাবিত হারে সমন্বয় হলে ব্যক্তি খাতে ভোগ দশমিক ৬ শতাংশ বাড়বে। তবে পল্লি অঞ্চলে ভোগায় বাড়বে দশমিক ৭ শতাংশ। তেলের দাম ১০ শতাংশ কমলে শুধু তৈরি পোশাক রপ্তানি দশমিক ৪ শতাংশ বাড়বে বলে জানিয়েছে সিপিডি। তবে সরকারের সঞ্চয় কমবে জিডিপির দশমিক ৪ শতাংশ।

সংকট কাটাতে প্যাকেজ ঘোষণা : দেশের অর্থনীতির গতি বাড়াতে একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সিপিডি। প্যাকেজে স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাব। সরকারের অর্থ ব্যয়ে গুণগত মান বাড়ানো, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত করতে টাস্কফোর্স গঠন, কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণে কমিশন গঠন, স্বচ্ছ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়নের পরামর্শ রয়েছে প্রস্তাবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:04-01-2016 Page:01, Col:01 Size: 12 Col*Inc

সিপিডির গবেষণা

রাজস্ব ঘাটতি হবে ৪০ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি বাজারে আমদানি করা পণ্যের দাম কম, সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) ঘোষণায় রাজস্ব আদায় কম এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) স্টেট অব দ্য ইকোনমি শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করেছে। গবেষণায় সিপিডি বলেছে, এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

রাজস্ব ঘাটতি হবে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] দেশের অভ্যন্তরে বিগত পাঁচ মাস রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ থাকলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। এমন কী বিনিয়োগে আস্থার পরিবেশ ফেরেনি। এ সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে ছিল, দেশের অভ্যন্তরে সুদের হার, মূল্যস্ফীতি কমেছে, টাকার বিনিময় স্থিতিশীল ছিল। এরপরেও দেশে বিনিয়োগ নিবন্ধনের হার কমেছে, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে ধীরগতি লক্ষ্য করা গেছে, পুঁজিবাজারে আইপিও কমে গেছে, রাজস্ব আদায় পরিস্থিতিও দুর্বল। পাশাপাশি সিপিডির পক্ষ থেকে দেশে জঙ্গিবাদ দমনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। জঙ্গিবাদ দমন না করতে পারলে বিনিয়োগ টানা কঠিন হবে বলেও মনে করে সিপিডি। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে সিপিডি। বিনিয়োগ বাড়াতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি। মূল প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিপিডির ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত পাঁচ মাসে অর্থনীতিতে উদ্বেগ না থাকলেও অস্থিরতা আছে। মূলত আর্থিক খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এ সংকট দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে প্রকাশ্যেই ব্যাংকগুলোর তহবিল তসরুফ করা হচ্ছে। ব্যাংক ঋণের বড় একটা অংশ যাচ্ছে পরিচালকদের প্রতিষ্ঠানে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েও তহবিল তসরুফের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক পরিবেশ বর্তমানে ভালো। কিন্তু এর থেকেও জরুরি বিষয় হলো জঙ্গিবাদ দমন। কে কাকে মেরে ফেলছে তার হদিস নেই, এতে উদ্বেগ বাড়ছে। আগামী ছয় মাসে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর্থিক বিবেচনায়ও এটি জরুরি। বিনিয়োগে পরিবেশ দীর্ঘদিনের একটি বাধা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের দ্বার খোলা যেতে পারে। তবে সেটি এই দুর্বলতা থেকে নয়। এক প্রশ্নের জবাবে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, কিছু ক্ষেত্রে বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। দেশের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বাড়ছে। তাই তারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। এখন সরকারের উচিত প্রয়োজনে একটি নীতি বা আইন করা। যাতে ব্যবসায়ীরা সীমিত আকারে এই সুযোগ পেতে পারে। মূল প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তেলের দাম ১০ শতাংশ কমালে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) দশমিক তিন শতাংশ বাড়বে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি শূন্য দশমিক ২ শতাংশ কমে আসবে।

ভোরের ডাক
Date:04-01-2016 Page:01, Col 2-5 Size: 38 Col*Inc

গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সিপিডি -ভোরের ডাক

তেলের দাম কমলে জিডিপি বাড়বে : সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে তেলের দাম কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কিছুটা বাড়বে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমনই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল রোববার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি। সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সিপিডি'র গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, তেলের দাম ১০ শতাংশ কমানো হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। মূল্যস্ফীতি কমবে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। সংবাদ সম্মেলনে সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য কমানোর জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল। দীর্ঘদিন লোকসানে থেকে গত বছর তারা ৫ হাজার ২ কোটি টাকা লাভ করেছে। এবছর বিপিসি'র ১১ হাজার কোটি টাকা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে সিপিডি'র ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় উঠে আসে, চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে উলে-খ করা হয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কম, সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) ঘোষণায় রাজস্ব আদায় কম এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তাই আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৫,থেকে ৬টি প্রকল্প শেষ করার জন্য প্রতিবেদনে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

তেলের দাম কমলে জিডিপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর : পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হলে প্রকল্পগুলো সময়মতো বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সিপিডির গবেষক তৌকিকুল বলেন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসব প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার মাত্র ১৪ শতাংশ এতদিনে সমাপ্ত হয়েছে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এজন্য ট্রাস্কফোর্স গঠন করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির সম্মানীত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত ৫ মাসে পরিস্থিতি উদ্বেগ না থাকলেও দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। তিনি বলেন, বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কমেছে। রাজস্ব আদায় কাঠামো দুর্বল হয়েছে। আইপিও কমে গেছে। এছাড়া বিশ্ব বাজারে পণ্যের দাম কম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার পরও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। তাই বলা যায় দেশে স্থিতিশীলতা আছে; চাঞ্চল্যতা নেই। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ এগুলো ভারসাম্যপূর্ণ একটি পলিসি তৈরি করতে হবে। এছাড়া ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেশ অয়েলের দামও কমানো প্রয়োজন।

সিপিডি গবেষক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমাদের দেশের ভেতরে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার অভিযোগে ব্যবসায়ীরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করছেন। এভাবে দেশের বাইরে অর্থ চলে গেলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এজন্য বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেনামি সম্পদ ঘোষণা আইন থাকতে হবে। তিনি বলেন, দেশের বাইরে কে কোথায় বিনিয়োগ করছে তার তথ্য নেই সরকারের কাছে। এ আইনের বাস্তবায়ন হলে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, ড. সুদীপ কান্তি বৈরাগী প্রমুখ।

মুক্ত বাংলার প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
Date:04-01-2016 Page:09, Col 1-4 Size 26 Col*Inc

সিপিডির পর্যালোচনা প্রতিবেদন

বাজেট ঘাটতি থাকবে ৪০ হাজার কোটি টাকা

কাগজ প্রতিবেদক : ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গতকাল রোববার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি।

সিপিডির গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। প্রতিবছর স্বাধীন গবেষণা প্রতিবেদনের আওতায় এই পর্যালোচনা করে থাকে সংস্থাটি। এ সময় সিপিডিরি ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমানসহ গবেষণা বিভাগের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংস্থাটি বলছে, বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআরের যে সক্ষমতা রয়েছে তাতে এই পরিমাণ ঘাটতি স্বাভাবিক। প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেশ কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। রাজস্ব বাড়াতে চেষ্টা করছে তবে চলতি অর্থবছরের বড় লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেটি পর্যাপ্ত নয়। রাজস্ব আদায় কিছুটা বাড়লেও তা লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে বলে মনে করে সিপিডি।

তৌফিকুল ইসলাম বলেন, সরকার নতুন পরিকল্পনায় মানব সম্পদ খাতকে গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু এজন্য যে ৬টি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ তাদের পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

গত ৩ মাসে ব্যাংক খাত থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা নেয়া হয়েছে, যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক নয় বলেও মনে করে সিপিডি।

এ সময় রাজস্ব নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রাজস্ব সংগ্রহে কম প্রবৃদ্ধি বলে দেয় অর্থনীতির গতি কম। এখাতে সক্ষমতা বাড়তে যেসব সংস্কার ও উদ্যোগের দরকার ছিল, তাতে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। কাজ চললেও অগ্রসর হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় আইনগুলো কার্যকর ও পাস হচ্ছে না। অন্যদিকে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে ২ শতাংশ মূসক প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে রাজস্ব আহরণ কমবে। দেবপ্রিয় বলেন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুফল সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কি না সেটি দেখা হচ্ছে না। তাছাড়া বেশিরভাগ প্রকল্পই নানা-ভাবে ঝুলে যাচ্ছে, ব্যয় বাড়ছে। সময় বাড়ছে।

তিনি বলেন, গত ৫ মাসে অর্থনীতিতে উদ্বেগ না থাকলেও অস্থিরতা আছে। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। সুদ হারও কম। টাকার মান শক্তিশালী, তবুও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেই। এজন্য সরকারকে সাহসি সংস্কার পদক্ষেপ নিতে হবে।

তবে এ পদক্ষেপে নিতে সরকারের আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। তিনি আরো বলেন, মধ্য মেয়াদে প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ৮ শতাংশ অর্জন করতে চাইলে এসব করতে হবে। আর স্বল্প মেয়াদে আমি ব্যবস্থাপনায় জোর দেব।

বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ বলেন, রাজনৈতিক পরিবেশ বর্তমানে ভালো। তবে এর মানে এ নয় যে, বিরোধিদলের কর্মসূচি করতে দেয়া হবে না। এর থেকে জরুরি জঙ্গিবাদ দমন। কে কাকে মেরে ফেলছে তার হদিস নেই। এতে উদ্বেগ বাড়ছে। আগামী ৬ মাসে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর্থিক বিবেচনায়ও এটি জরুরি। বিনিয়োগে পরিবেশ দীর্ঘদিনের একটি বাধা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের দ্বার খোলা যেতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, কেস টু কেস বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা আইনে বিষয়টি সুর্নিদিষ্ট নয়। কিন্তু দেশের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বাড়ছে। তাই তারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। এখন সরকারের উচিত প্রয়োজনে একটি নীতি বা আইন করা। যাতে ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ পেতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে সিপিডি। সিপিডি মনে করছে, এখানে গুণগত বিনিয়োগ দেখার কোনো মাপকাঠি নেই। উপরন্তু টাকা খরচ করাটাই মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, পদ্মা সেতুসহ সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোরও একই চিত্র। এজন্য একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক সহায়তার ব্যবহারে গতি নেই। এতে করে সরকারের চাপ বাড়ছে। প্রশ্ন ওঠছে সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে।

বণিক বার্তা
Date:04-01-2016 Page 16 Col 1-2 Size: 26 Col*Inc

রাজধানীতে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমানসহ অন্যরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সিপিডির পূর্বাভাস

চলতি অর্থবছর রাজস্ব ঘাটতি হবে ৪০ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজস্ব আহরণের যে বিশাল লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, তা পূরণ হবে না। অর্থবছর শেষে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হবে। রাজস্ব আহরণের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি ও আহরণ প্রবণতার ভিত্তিতে এমন পূর্বাভাস দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের দুর্বল চিত্রও উঠে এসেছে সিপিডির বিশ্লেষণে। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের পর্যালোচনায় এ পূর্বাভাস দেয় সংস্থাটি।

এদিকে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও দেশে তা সমন্বয় না করার সমালোচনা করে সিপিডি। প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এখনই জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করা হয়। এক্ষেত্রে সংস্থাটি যুক্তি দেয়, মাত্র ১০ শতাংশ জ্বালানি তেলের দাম কমানো হলে দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বাড়বে।

সিপিডির বিশ্লেষণে বলা হয়, গত অর্থবছর রাজস্ব আহরণে ঘাটতি ছিল ৩৭ হাজার কোটি টাকা। এর পরও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকার রাজস্ব আহরণের লক্ষ্য ধরা হয়েছে। বিশাল লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে আহরণপ্রবণতা অনেক কম। আর স্পেক্ট্রামের নিলামের অর্থও চলতি বছর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সব মিলিয়ে চলতি অর্থবছর প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরিবর্তে অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

জ্বালানি তেলের দাম কমলে প্রবৃদ্ধি বাড়বে

রাজস্ব আহরণে এনবিআরের তথ্য নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয় সিপিডির বিশ্লেষণে। এক্ষেত্রে বলা হয়, কয়েক বছর আগেও এনবিআর ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের দেয়া রাজস্ব আহরণের তথ্যে কয়েকশ কোটি টাকার পার্থক্য দেখা যেত। বছর চারেক আগে তা ৫ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ পার্থক্য ছিল ৯ হাজার কোটি ও গত অর্থবছর সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছর এখন পর্যন্ত ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার পার্থক্য তৈরি হয়েছে এনবিআর ও অর্থ

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

চলতি অর্থবছর রাজস্ব ঘাটতি হবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের হিসাবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির রিসার্চ ফেলো ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, জ্বালানি তেলের দাম ১০ শতাংশ কমানো হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে, মূল্যস্ফীতি কমবে দশমিক ২ শতাংশ ও পোশাক রফতানি প্রবৃদ্ধি দশমিক ৪ শতাংশ বাড়বে। তবে সরকারের সঞ্চয় দশমিক ৪ শতাংশ কমবে। আর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে জনগণ, বিশেষত গ্রামের গণগোষ্ঠী। এতে জনগণের ভোগব্যয় বাড়বে দশমিক ৬ শতাংশ, তবে গ্রামে বাড়বে দশমিক ৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েলের দাম বেশি কমানোর সুপারিশ করে সংস্থাটি; যাতে সাধারণ বিশেষত গ্রামের জনগোষ্ঠী উপকৃত হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল। দীর্ঘদিন লোকসানে থেকে গত অর্থবছর সংস্থাটি ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা লাভ করেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছর বিপিসির মুনাফা ১১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে তুলনা করে এখনই জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করে সিপিডি।

সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি ভালো নয় এবং বৈদেশিক সহায়তার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। তাই সরকার জ্বালানি তেলে মুনাফার মাধ্যমে নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে। তবে সরকারের একার এ সুফল ভোগ করা উচিত নয়। জনগণকে এ সুফলের কিছুটা ভাগীদার করার আহ্বান জানান তিনি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ডিজেল ও কেরোসিন ৬৮ টাকায় প্রতি লিটার বিক্রি হলেও ভারতে ৫৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ৩৬ ডলারে নামলেও বিপিসি সে সুযোগ পাচ্ছে না। ফিউচার মার্কেট থেকে কেনায় ব্যারেলপ্রতি বিপিসিকে ৬১ ডলার দাম দিতে হচ্ছে।

এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার ১০ বছরে সর্বনিম্ন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসব প্রকল্প নেয়া হয়েছে, তার মাত্র ১৪ শতাংশ এত দিনে সমাপ্ত হয়েছে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে কোনো অর্থই চলতি অর্থবছর ব্যয় হয়নি। এডিপি বাস্তবায়নে গতি আনতে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পগুলো সময়মতো বাস্তবায়নে জোর দেয়ার সুপারিশ করা হয়। এজন্য ট্রাস্কফোর্স গঠন করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে।

অর্থনীতিতে দেশে স্থিতিশীলতা থাকলেও চাঞ্চল্য নেই বলে মনে করেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, পাঁচ মাস ধরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ না থাকলেও দুশ্চিন্তা ঠিকই ছিল। এ কারণে বিনিয়োগে নিবন্ধন, সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ, পুঁজিপণ্য আমদানি ও শিল্পঋণ কমেছে। যদিও এ সময়ে সুদহার কম ছিল, বিশ্ববাজারে পণ্যের দামও স্থিতিশীল ছিল।

অর্থনীতিতে চঞ্চলতা ফিরিয়ে আনতে বেশকিছু সংস্কারের কথা উল্লেখ করেন সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সিপিডি বারবার সংস্কারের কথা বলছে। সরকার যদি সাহসিকতার সঙ্গে বেশকিছু জায়গায় সংস্কার না করে, এমনকি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে, তাহলে মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতির পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন বা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

রাজস্ব আহরণে গতি আনতে ভ্যাট আইন কার্যকর করার সুপারিশ করা হয় সিডিপির প্রতিবেদনে। এছাড়া বলা হয়, অর্থনীতিতে হালকা ধাক্কা দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি রেট (রেপো ও রিভার্স রেপো) কিছুটা কমানো যেতে পারে। এতে মূল্যস্ফীতি কমবে, সুদহার কমাতে হবে। ফলে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে। আর এডিপি বাস্তবায়নে বড় প্রকল্পে গতি না এলে সামাজিক খাতে (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি টাকার মূলমান কিছুটা কমানোর সুপারিশ করা হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, দেশের অনেক ব্যবসায়ী বিদেশে বিনিয়োগ করতে চান। বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা আইনে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তবে দেশের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বাড়ছে। তাই তারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চান। এখন সরকারের উচিত প্রয়োজনে একটি নীতিমালা করা, যাতে ব্যবসায়ীরা এ সুযোগ পেতে পারেন।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তেলের দাম কমানো হলে আবার গ্যাসের দাম বাড়ানো হলে ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই এখনই সময় তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দামের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ একটি পলিসি তৈরি করার।

সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন ছাড়াও গবেষণা ও কমিউনিকেশন দলের অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক
দিনকাল
Date:04-01-2016 Page:01, Col 2-4 Size: 28 Col*Inc

মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল সিপিডি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য -দিনকাল

নিষ্প্রাণ অর্থনীতি বিনিয়োগে বড় বাধা

রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়াবে ৪০ হাজার কোটি টাকা : সিপিডি

দিনকাল রিপোর্ট

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে বড় অঙ্কের ঘাটতির আশঙ্কা করছে। গতকাল রবিবার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির পক্ষ থেকে এসব কথা বলা হয়। চলতি অর্থবছরের (২০১৫-১৬) প্রথম ছয় মাসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিপিডি কিছু সুপারিশ তুলে ধরেছে। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে বলে মনে করছে সিপিডি। সংস্থাটি বলছে, অর্থনীতিতে স্থিতি আছে, তবে চাঞ্চল্য নেই। আর কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ চাঙ্গা করা জরুরি। তবে এ জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়ন প্রয়োজন। তবে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি ঠেকাতে চলমান সংস্কার কার্যক্রমকে দ্রুত এগিয়ে নেয়ার তাগিদ দিয়েছে সিপিডি। সিপিডির ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, রাজস্ব ও বৈদেশিক সাহায্যের ঘাটতি পরে ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে মেটানো হয়। এটা একটি প্রচলিত কাঠামো। এভাবেই চলছে। যদি সরকার সাহসিকতার সঙ্গে বেশ কিছু জায়গাতে সংস্কার না করেন, তাহলে মধ্য মেয়াদে বাংলাদেশে অর্থনীতির যে পূর্ণ সম্ভাবনা, সেটাকে বাস্তবায়ন বা কার্যকর করা যাবে না। সিপিডি বলছে, ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলায় নজর দিতে হবে সরকারকে। বিশেষ করে খারাপ ঋণ কমিয়ে আনা প্রয়োজন। অন্যদিকে জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা সমন্বয় করলে তা অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা কমানো উচিত বলে মনে করে সিপিডি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির গুণগত বাস্তবায়নে আরো জোরালো উদ্যোগের তাগিদ দিয়েছে সংস্থাটি। সিপিডির গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, তেলের দাম ১০ শতাংশ কমানো হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। মূল্যস্ফীতি কমবে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। সংবাদ > পৃ ২ ক ১>

রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়াবে ৪০ হাজার কোটি

প্রথম পাতার পর

সম্মেলনে সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য কমানোর জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল। দীর্ঘদিন লোকসানে থেকে গত বছর তারা ৫ হাজার ২ কোটি টাকা লাভ করেছে। চলতি অর্থবছরে ঘাটতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কম, সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) ঘোষণায় রাজস্ব আদায় কম এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া। ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তাই আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৫ থেকে ৬টি প্রকল্প শেষ করার জন্য প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হলে প্রকল্পগুলো সময়মতো বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সিপিডির গবেষক তৌকিকুল বলেন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসব প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার মাত্র ১৪ শতাংশ এতোদিনে সমাপ্ত হয়েছে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এজন্য টাস্কফোর্স গঠন করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ এগুলো ভারসাম্যপূর্ণ একটি পলিসি তৈরি করতে হবে। এছাড়া ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেশ অয়েলের দামও কমানো প্রয়োজন।

সিপিডির গবেষক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমাদের দেশের ভেতরে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার অভিযোগে ব্যবসায়ীরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করছেন। এভাবে দেশের বাইরে অর্থ চলে গেলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এজন্য বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'বেনামি সম্পদ ঘোষণা আইন' থাকতে হবে। তিনি বলেন, দেশের বাইরে কে কোথায় বিনিয়োগ করছে তার তথ্য নেই সরকারের কাছে। এ আইনের বাস্তবায়ন হলে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, ড. সুদীপ কান্তি বৈরাগী প্রমুখ।

দৈনিক ইনকিলাব
Date:04-01-2016 Page 01 Col 3-4 Size:33 Col*Inc

তেলের দাম কমলে জিডিপি বাড়বে সিপিডি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে তেলের দাম কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কিছুটা বাড়বে জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। রোববার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠা আসা এমন তথ্য দিয়ে এ কথা জানায় সংস্থাটি। সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত ৫ মাসে পরিস্থিতি উদ্বেগ না থাকলেও দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কমেছে। রাজস্ব আদায় কাঠামো দুর্বল হয়েছে। আইপিও কমে গেছে। এছাড়া বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার পরও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। তাই বলা যায় দেশে স্থিশীলতা আছে, চাঞ্চল্যতা নেই।

সিডিপির গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশিষ্ট এ অর্থনীতিবিদ বলেন, চলতি অর্থবছরে বড় ধরনের রাজস্ব ঘাটতি হবে; যা প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার মতো হতে পারে। আর এ

পৃঃ ২ কঃ ১

ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল সিপিডি আয়োজিত বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় উপস্থিত বক্তারা –ইনকিলাব

তেলের দাম কমলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য তিনি অস্থিতিশীলতাকেই দায়ী করেছেন। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে এক লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি রেট কমানো গেলে সুদের হার কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক হওয়া যাবে। সেটার সঙ্গে মূল্যস্ফিতীর বিষয়টিও চলে আসবে। তেলের দাম কমানো হলে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা উপকৃত হবে।

রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সংস্কারের কথা উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, আমরা বার বার সংস্কারের কথা বলছি, সরকার যদি সাহসিকতার সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় সংস্কার না করে, এমনকি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে তাহলে মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতির পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন বা অর্জন করা সম্ভব হবে না। এমনকি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও পিছিয়ে পড়তে হবে। এজন্য সিপিডি বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাব সামনে নিয়ে এসেছে।

তিনি বলেন, সরকারকে সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। তার প্রথম প্রকাশ হবে ভ্যাট আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে। ভ্যাট আইন কার্যকরের বিষয়ে এখনো অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে। রাজস্ব আদায় গুরুত্বপূর্ণ, সেটা ভ্যাটের ভেতরে চলে আসবে। আরেকটি হবে স্বল্প মেয়াদে ধাক্কা দেয়ার ক্ষেত্রে। সেটি হলো: বাংলাদেশ ব্যাংকে পলিসি রেটে, মূল্যস্ফিতী, তেলের দাম কমানো, এক্সচেঞ্জ রেট, সুদের হার কমাতে হবে। সামাজিক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। তাহলে আগামী ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, দেশের অনেক ব্যবসায়ী বিদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা আইনে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। তবে দেশের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বাড়ছে। তাই তারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চায়। এখন সরকারের উচিত প্রয়োজনে একটি নীতিমালা করা। যাতে ব্যবসায়ীরা এই সুযোগ পেতে পারে।

এর আগে সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন কের সিপিডি'র গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, তেলের দাম ১০ শতাংশ কমানো হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। মূল্যস্ফীতি কমবে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল। দীর্ঘদিন লোকসানে থেকে গত বছর তারা ৫ হাজার ২ কোটি টাকা লাভ করেছে। এবছর বিপিসি'র ১১ হাজার কোটি টাকা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য কমানোর জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়।

এদিকে সিপিডি'র ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় উঠে আসে, চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কম, সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) ঘোষণায় রাজস্ব আদায় কম এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়াকে দায়ী করা হয়।

২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তাই আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৫ থেকে ৬টি প্রকল্প শেষ করার জন্য প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হলে প্রকল্পগুলো সময়মতো বাস্তবায়ন করতে হবে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসব প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার মাত্র ১৪ শতাংশ এতোদিনে সমাপ্ত হয়েছে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এজন্য ট্রাস্কফোর্স গঠন করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ এগুলো ভারসাম্যপূর্ণ একটি পলিসি তৈরি করতে হবে। এছাড়া ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েলের দামও কমানো প্রয়োজন।

সিপিডি গবেষক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমাদের দেশের ভেতরে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় ব্যবসায়ীরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করছেন। এভাবে দেশের বাইরে অর্থ চলে গেলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এতে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেনামি সম্পদ ঘোষণা আইন থাকতে হবে। তিনি বলেন, দেশের বাইরে কে কোথায় বিনিয়োগ করছে তার তথ্য নেই সরকারের কাছে। এ আইনের বাস্তবায়ন হলে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, ড. সুদীপ কান্তি বৈরাগী প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:04-01-2016 Page: 20, Col 4-5 Size: 21 Col*Inc

বিনিয়োগ বাড়ছে না শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও

সিপিডি'র চোখে দেশের অর্থনীতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলেছে, বিগত ৫ মাস দেশে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকলেও ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। এসময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে ছিলো, দেশের অভ্যন্তরে সুদের হার ও মূল্যস্ফীতিও কমেছে, টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিলো। এরপরেও দেশে বিনিয়োগ নিবন্ধনের হার কমেছে, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে ধীরগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পুঁজিবাজারে আইপিও কমে গেছে, রাজস্ব আদায় পরিস্থিতিও দুর্বল। চলতি অর্থ বছর লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হতে পারে। এই সংকট উত্তরণে জ্বালানির দাম কমানোসহ আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের তাগিদ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি।

দেশের অর্থনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল রবিবার 'স্টেট অব দ্যা বাংলাদেশ ইকোনমি ২০১৫-১৬' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সিপিডি। এ উপলক্ষে ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিপিডির ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান, সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম প্রমখ। পষ্ঠা ১৯ কলাম ১

গতকাল মহাখালী ব্র্যাক সেন্টারে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন —ইত্তেফাক

বিনিয়োগ বাড়ছে

২০ পৃষ্ঠার পর

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অর্থনীতিতে উদ্বেগ না থাকলেও অস্থিরতা আছে। মূলত আর্থিক খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এ সংকট দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে প্রকাশ্যেই ব্যাংকগুলোর তহবিল তছরুফ করা হচ্ছে। ব্যাংক ঋণের বড় অংশ যাচ্ছে পরিচালকদের প্রতিষ্ঠানে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েও তহবিল তছরুফের ঘটনা দেখা যাচ্ছে।

ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা রয়েছেন। ৩ বছর পর হলেও হলমার্কের টাকা উদ্ধার করা যায়নি। দুর্নীতি দমন কমিশনও (দুদক) স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে দেবপ্রিয় বলেন, দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ বর্তমানে ভালো। এর থেকে জরুরি জঙ্গিবাদ দমন। অর্থনীতির গতি ধরে রাখতে সব সময় রাজনীতির মাঠ স্বাভাবিক রাখতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবেও দেশের জঙ্গিবাদের বিষয়টি প্রচার করা হচ্ছে। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর্থিক বিবেচনায়ও এটি জরুরি।

যায়যায়দিন
Date:04-01-2016 Page 03, Col 2-6 Size: 27 col*inc

জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ সিপিডির

যাযাদি রিপোর্ট

জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। বিশেষ করে কেরোসিন, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলের দাম কমানোর কথা বলছে প্রতিষ্ঠানটি। জ্বালানি তেলের পাশাপাশি গ্যাস ও বিদ্যুতের দামও সমন্বয় করার সুপারিশ করেছে সিপিডি।

রোববার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সিপিডি ওই সুপারিশ তুলে ধরে।

সিপিডি মনে করে, আন্তর্জাতিক বাজারে এখন জ্বালানি তেলের দাম সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি একটি হিসাবদিয়ে বলেছে, জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। আর তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়বে দশমিক ৪ শতাংশ। ভোক্তা চাহিদা বাড়বে দশমিক ৬ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি কমবে দশমিক ২ শতাংশ। তবে সরকারের সঞ্চয় কমবে দশমিক ৪ শতাংশ। সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, তেলের দাম কমানো হলে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা বেশি উপকৃত হবেন।

সিপিডি বলছে, ক্রমাগত লোকসানের কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এখন পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার ফলে গত অর্থবছরে বিপিসি ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ বছর তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে বিপিসি। এ মুনাফার অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা পরিষ্কার নয়।

রোববার ব্র্যাক সেন্টারে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিডির ফেলো অধ্যাপক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য -ফোকাস বাংলা

যুগান্তর
Date:04-01-2016 Page 01, Col 6-8 Size: 55.5 Col*Inc

সিপিডির মূল্যায়ন

রাজস্ব আয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে

যুগান্তর রিপোর্ট

- অর্থনীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ বাড়ানো
- ব্যাংকিং খাত বিনিয়োগবান্ধব নয়
- অর্থনীতিতে স্থিতি আছে চাঞ্চল্য নেই
- জ্বালানি তেলের দাম কমানো উচিত

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সরকারের রাজস্ব আয়ে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মধ্য মেয়াদি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে না দাবি করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের অর্থনীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ঘাটতি। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানসহ সামষ্টিক অর্থনীতিতেও এর বড় প্রভাব পড়ছে। ব্যাংকিং খাত বিনিয়োগবান্ধব নয় বলেই বিনিয়োগ বাড়ছে না। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সংস্কারও হয়নি। অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে সিপিডির মূল্যায়নে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রোববার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ সময় রাজস্ব আদায় নিয়ে গভীর আশংকা প্রকাশ করে বলা হয়, কয়েক বছর ধরে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ জিডিপির ২২ শতাংশের বেশি বাড়েনি। ফলে রাজস্ব আয়ও কমছে। গত অর্থবছরে রাজস্ব আয়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৭ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি ছিল। এ বছর তা ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমার পাশাপাশি আরও কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। এগুলো হল— রাজস্ব আদায়ে কাঠামোগত দুর্বলতা এবং উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা। তিনি বলেন, বছরের শুরুতে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে রাজস্ব আদায় করা যায়নি। শেষে এর চাপ আরও বাড়বে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, আগামী ৬ মাসে গত বছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ বাড়াতে হবে। অন্যদিকে করখেলাপিদের বিরুদ্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের করা মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করে কর আদায়ের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত তাতে খুব বেশি উন্নতি হয়নি।

সিপিডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের অর্থনীতিতে স্থিতি আছে, কিন্তু চাঞ্চল্য নেই। তবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমায় সরকারের নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাদের মতে, অর্থনীতিতে ইতিবাচক দিক হল মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখিতা, উচ্চ রেমিটেন্স প্রবাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। এ সময়ে বক্তারা বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে জ্বালানি তেলের দাম কমানো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানুষের কথা বলার সুযোগ দেয়া, আইনশৃংখলা ঘাটতি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

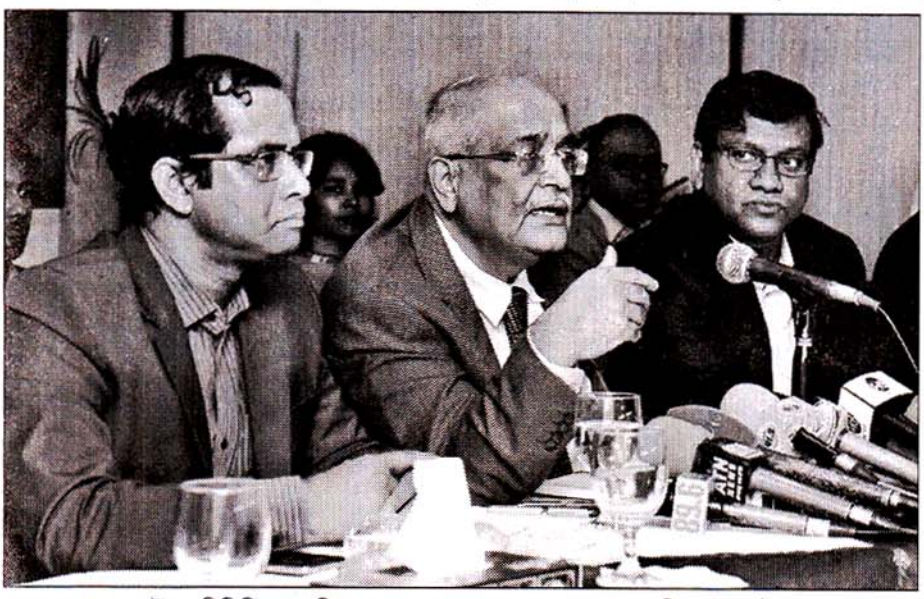

রোববার ব্র্যাক সেন্টারে সিপিডি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য যুগান্তর

ঘাটতি : ৪০ হাজার কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিস্থিতির উন্নতি এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কয়েকটি সংস্কার। ড. দেবপ্রিয় বলেন, গত ৫ মাসে দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই বিশ্ববাজারে বিভিন্ন পণ্যের দাম নিম্নমুখী। অব্যাহতভাবে কমেছে জ্বালানি তেলের দাম। এরপরও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগেও (এফডিআই) অগ্রগতি নেই। এ পর্যন্ত যত বিনিয়োগ হয়েছে, বিদেশীরা লাভের টাকাই পুনঃবিনিয়োগ করেছে। বিদেশ থেকে নতুন পুঁজি আসেনি। এছাড়া শেয়ারবাজারে প্রাথমিক শেয়ার (আইপিও) কমেছে। শিল্প খাতে ঋণ প্রবাহে প্রবৃদ্ধি নেই। শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি কমেছে। তিনি বলেন, অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য আনার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো সংস্কার হয়নি। এমনকি সরকার আর্থিক খাতের সংস্কারের বিষয়টি উপলব্ধিও করছে না। ফলে মধ্য মেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে না।

তিনি বলেন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে (এডিপি) আরও কার্যকর করতে হবে। বর্তমানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয় করতে পারলেই সফলতা ধরা হয়; ব্যয়ের গুণগত মান এবং সাধারণ মানুষ এর সুফল পাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নজর নেই। সিপিডির এ কর্মকর্তা বলেন, দেশের ব্যাংকিং খাতে বড় সমস্যা রয়েছে। সরকারি ব্যাংকে হলমার্কের মতো বড় কয়েকটি স্ক্যান্ডাল হয়েছে। বেসিক ব্যাংকের মতো ভালো একটি ব্যাংকের টাকা তছরুপ হয়েছে। ফলে এ খাতে বিশাল অংকের খেলাপি ঋণ সৃষ্টি হয়েছে। তার মতে, শুধু সরকারি ব্যাংকে নয়, বেসরকারি ব্যাংকেও খেলাপি অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। বেসরকারি খাতের এসব ঋণের বড় অংশই ব্যাংকের পরিচালকদের মধ্যে। পরিচালকরাই নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করে ঋণ নিয়েছেন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবেই ব্যাংকিং খাতে দুর্বৃত্তায়ন হচ্ছে। এতে ঋণের সুদের হারও কমানো যাচ্ছে না। ফলে এটি নিশ্চিত করে বলা যায়, বিনিয়োগের জন্য যে ধরনের ব্যাংকিং খাত দরকার— এখন দেশে তা নেই।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, সুদের হার কমানোর কথা বলা হলেই একটি যুক্তি দেয়া হয়, আগে আমানতের সুদের হার কমাতে হবে। আর আমানতের হার কমলে যারা পেনশনের টাকায় সংসার চালান তারা সমস্যায় পড়বেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যারা পেনশনের টাকায় চলেন তাদের জন্য ব্যাংক নয়। ব্যাংক হল বিনিয়োগে পুঁজির জোগান দেয়ার জন্য। তাছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশেই সুদের টাকায় সংসার চলবে এমন নিশ্চয়তা কোনো সরকার দেয় না। এক্ষেত্রে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে দুস্থদের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে, এটা সব নাগরিকের জন্য করতে হবে। না হলে এ সমস্যার কোনোদিন সমাধান হবে না। আর এসব সমস্যা সমাধানে আর্থিক খাতের জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিশন করতে হবে।

তার মতে, বিনিয়োগ বাড়াতে সরকারকে স্বল্পমেয়াদি কিছু প্যাকেজ কর্মসূচি নিতে হবে। যেমন, রেপো এবং রিভার্স রেপোর (রেপোর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অর্থ ধার নেয়। আর রিভার্স রেপোর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে।) হার কমাতে হবে। তিনি বলেন, কিভাবে বৈদেশিক সহায়তার অর্থ আরও কাজে লাগানো যায় তা বিবেচনা করা উচিত। কারণ ৬ মাসে বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের রেকর্ড বেশি ভালো নয়। এরপরও বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের অব্যাহত দরপতনে সরকার নিঃশ্বাস নিতে পেরেছে। এখন গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষকে নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সুদের হার কমলে মূল্যস্ফীতি আরও একটু কমবে। মুদ্রার বিনিময় হারে ভারসাম্য আনতে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কিছুটা কমাতে হবে। এছাড়া তেলের মূল্য কিছুটা কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। দেবপ্রিয় বলেন, গত ৫ মাসে অর্থনীতিতে অস্থিরতা না থাকলেও দুশ্চিন্তা ছিল। আগামীতে এসব দুশ্চিন্তা কাটাতে রাজস্ব বাড়াতে ভ্যাট আইন কার্যকরের পাশাপাশি কাঠামোগত সংস্কার করা জরুরি।

দেবপ্রিয় বলেন, আরেকটি বিষয় খুবই উদ্বেগের। তা হল দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার থাকতে হবে। এছাড়া অর্থনীতির স্বার্থে শান্তি-স্থিতিশীলতার জন্য আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি জরুরি। অনেক ক্ষেত্রেই দেশে তা নেই। সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদের উত্থানসহ বিদেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বেশ অভিযোগ রয়েছে। এতে বিনিয়োগ প্রভাবিত হয়। ফলে বিনিয়োগকারীদের স্বস্তি দিতে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতির বিকল্প নেই। দেবপ্রিয় বলেন, দেশে জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন করতে হলে সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান জরুরি। কিন্তু তথ্য প্রাপ্তি আগের চেয়ে কঠিন হয়েছে।

খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, গত অর্থবছরে বিদেশে বৈধভাবে ৪ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে বাংলাদেশীরা। কিন্তু বিদেশে টাকা নেয়ার যে নীতিমালা রয়েছে তা এডহক ভিত্তিতে। রফতানির কোটা অনুসারে ব্যবসায়ীদের এ সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু বিদেশে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ যাচ্ছে। এ পাচার কমাতে নীতিমালা সহজ করতে হবে। পাশাপাশি কাদের বিদেশে বেনামে সম্পদ রয়েছে, আয়করের ফাইলে উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরি।

তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, সরকারি বিনিয়োগও তেমন বাড়ছে না। ১০ শীর্ষ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ৫টির এডিপি বাস্তবায়নের অবস্থা খুবই খারাপ। ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি চলতি বছরে বাস্তবায়ন হবে না। এর মধ্যে ৫টি প্রকল্পে কোনো ব্যয়ই হয়নি। এর মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন অন্যতম। এছাড়া পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্পেও ক্ষাঙ্কিত ব্যয় হয়নি। তিনি বলেন, এসব প্রকল্প সময়মতো শেষ না হলে বেসরকারি বিনিয়োগেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ফলে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। তার মতে, মানবসম্পদ উন্নয়নেও ব্যয় কমছে।

তিনি আরও বলেন, বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের ব্যাংক ঋণ বাড়ছে। অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংক থেকে ৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে সরকার। এতে উন্নয়ন ব্যয় বাড়ছে। তিনি বলেন, চাল আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করায় কৃষকদের ৪১১ কোটি টাকা লাভ হবে। তবে এতে ভোক্তার ক্ষতি হয়েছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে ভারতের আদলে একটি মূল্য কমিশন করা যেতে পারে। এ কমিশন কয়েকটি বিষয় গবেষণা করে সুপারিশ করবে। এগুলো হল— পণ্যের উৎপাদন খরচ, সরকারের ভর্তুকি, পণ্যের দাম কী হবে এবং কৃষকের জন্য তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা।

তিনি আরও বলেন, বিদেশী সহায়তার ব্যবহার কম। এটি বাড়াতে না পারলে উন্নয়ন ব্যয় কমানো যাবে না। সিপিডির এ কর্মকর্তার মতে, ব্যাংকিং খাতে সুদের হার কিছুটা কমেছে। এর বড় কারণ হল মূল্যস্ফীতি নিম্নমুখী এবং বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণ আসছে। কিন্তু এরপরও গত ৩ মাসে ঋণ আমানতের সুদের হার ব্যবধান (স্প্রেড) সন্তোষজনক নয়। এক্ষেত্রে বড় সমস্যা খেলাপি ঋণ। এছাড়া ব্যাংকিং খাতের সুশাসনেও উন্নতি হয়নি। আর সামগ্রিকভাবে এ খাতের উন্নয়নে একটি কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশন ব্যাংকের পাশাপাশি শেয়ারবাজারের উন্নয়নে দিকনির্দেশনা দেবে।

তিনি বলেন, রফতানি খাতে প্রবৃদ্ধি কিছুটা বেড়েছে। তবে অস্থিরতা রয়েছে। এক মাসে প্রবৃদ্ধি বাড়লে পরের মাসে কমে যাচ্ছে। আগামীতে এ খাতটি আরও চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কয়েকটি দেশের ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ বা টিপিপি চুক্তি হয়েছে। এখানে বাংলাদেশকে রাখা হয়নি। কিন্তু আমাদের প্রতিযোগী ভিয়েতনাম রয়েছে চুক্তিতে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রফতানিতে বাংলাদেশকে ১৪ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু ভিয়েতনাম দিচ্ছে ১১ শতাংশ। আর টিপিপি কার্যকর হলে ভিয়েতনাম শূন্য শুল্কতে রফতানি করতে পারবে। এতে বাজার অনেকটা ভিয়েতনামের হাতে চলে যাবে। তিনি আরও বলেন, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতেও নিম্নমুখিতা চলছে। গত অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে এ খাতে প্রবৃদ্ধি ১৭ শতাংশ কমেছে।

তার মতে, বিশ্ববাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে জ্বালানির তেলের দাম কমানো উচিত। আর তেলের দাম না কমালে পণ্যের উৎপাদন খরচ কমবে না। মুদ্রার বিনিময় হার এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইতিবাচক। আর রিজার্ভ কাজে লাগাতে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

কালের কণ্ঠ
Date04-01-2016 Page 01 Col 4-5 Size 32 Col*Inc

তেলের দাম কমানোর চিন্তা সরকারের

আবুল কাশেম ও
আরিফুজ্জামান তুহীন ▷

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার জ্বালানি তেলের দাম কমানোর জন্য 'চাপ' আসার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার দাম কমানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দেশের ভেতরে তেলের দাম কিভাবে সমন্বয় হবে সে বিষয়ে একটি নীতিমালা করার পরই দাম পুনর্নির্ধারণ করা হবে। শিগগিরই এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। সে জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে।

এ পদ্ধতিতে দাম কমানো বা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এখনকার মতো বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) আর গণশুনানি হবে না। নীতিমালায় উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় তেলের দাম পুনর্নির্ধারিত হবে।

দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে দ্বিগুণ দরে দেশের ভেতরে জ্বালানি তেল বিক্রি করে কমবেশি সরকারের পরিকল্পনা অর্জিত হয়েছে। কম দামে তেল আমদানি করে বেশি দামে দেশের মানুষের কাছে বিক্রি করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) অতীত দায়দেনা কমবেশি পরিশোধ করা গেছে। কিন্তু জ্বালানি তেলের দাম কমানোর কোনো উদ্যোগ ছিল না সরকারের। এখন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে বারবার অনুরোধ আসার পর সরকার আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের মতো জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ম তামিমও মনে করেন, জ্বালানি তেলের দাম কমানো উচিত।

জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে কমানো

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

তেলের দাম কমানোর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

হলে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী ও সরকারের নীতিনির্ধারকরাও। কারণ জ্বালানি তেলের দাম কমলে শিল্প ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ কমবে, পরিবহন খরচ কমবে। তাতে জিনিসপত্রের দামও কমবে। এতে মূল্যস্ফীতির হারও কমে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, মূল্যস্ফীতি কমলেই আমানতের সুদের হার এখনকার চেয়ে আরো কমে যাবে। তখন কমবে ঋণের সুদের হারও। একদিকে কম খরচে উৎপাদনের সুযোগ, অন্যদিকে কম সুদে ঋণ সংস্থান নিশ্চিত হলে ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগে ঝুঁকবেন। তাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি বাড়বে। সরকার জ্বালানি তেল থেকে মুনাফা করতে না পারলেও বাড়তি বিনিয়োগ থেকে আসবে অতিরিক্ত রাজস্ব। এ উদ্যোগ সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) দেশের ভেতরে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করে গতকাল রবিবার বলেছে, জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ০.৩ শতাংশ বাড়বে। আর তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়বে ০.৪ শতাংশ। ভোক্তা চাহিদা বাড়বে ০.৬ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি কমবে ০.২ শতাংশ। তবে সরকারের সঞ্চয় কমবে ০.৪ শতাংশ।

তেলের দাম কমানো হলে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা বেশি উপকৃত হবেন উল্লেখ করে সিপিডির বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, এতে দেশের বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি বাড়বে।

সিপিডি বলছে, ক্রমাগত লোকসানের কারণে বিপিসির পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার ফলে গত অর্থবছরে বিপিসি পাঁচ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ বছর তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে আরো ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে বিপিসি।

এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপক্ষ পাল জ্বালানি তেলের দাম কমাতে সরকারকে অনুরোধ করেছেন। এক অঙ্কে ঋণের সুদহার নির্ধারণে ব্যবসায়ীদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক জ্বালানি তেলের দাম কমানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, বর্তমানে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় সাড়ে ৬ শতাংশ। ফলে আমানতের সুদহার এর চেয়ে বেশি রাখতে হচ্ছে। তার সঙ্গে ৪ থেকে ৫ শতাংশ স্প্রেড নির্ধারণ করলে ঋণের সুদহার বেড়ে ১২-১৩ শতাংশে পৌঁছে যাচ্ছে, যা অনেক বেশি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যুক্তি হলো, সরকার এখন জ্বালানি তেলের দাম কমালে মূল্যস্ফীতির হার কমে যাবে। তখন আমানতের সুদের হারও কমবে। ফলে ঋণের সুদহার এক অঙ্কে না নামলেও তা বেশ কমবে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বস্তি দেবে।

গতকাল সচিবালয়ে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে ব্যবসায়ীরা অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতকে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর 'চাপ' দেন। তখন অর্থমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, সরকার তেলের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এ জন্য একটি নীতিমালা করা হবে। তাতে কত দিন লাগবে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারণ এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের (প্রধানমন্ত্রী) সম্মতি প্রয়োজন হবে।

অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'আপাতত তেলের দাম কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে না—এটাই সরকারের অবস্থান। কারণ তেলের দাম নির্ধারণ নিয়ে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। এখন নীতিমালা করার চেষ্টা করছি। নীতিমালা হওয়ার পর কিছু কমানোর বিষয়ে আমরা আশা করছি। তবে এ জন্য কত দিন লাগবে, তা বলতে পারব না। কারণ এর সঙ্গে সর্বোচ্চ পর্যায় যুক্ত।'

বিপিসির দায়দেনা পরিশোধ হওয়ার তথ্য জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আমি একটা স্টেটমেন্ট নিয়েছি, তাতে কমবেশি লস কাভার করেছে।'

২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১২২ ডলার [illegible]। তখন বাংলাদেশে তেলের দাম বাড়ানো হয়। সে হারে বর্তমানে অকটেন ৯৯ টাকা, পেট্রল ৯৬ টাকা, কেরোসিন ও ডিজেল ৬৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু তিন বছর ধরে জ্বালানি তেলের দাম কমতে কমতে ৪০ ডলারের নিচে নেমে গেছে।

বিদ্যমান পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করার আগে বিইআরসির গণশুনানি আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু নীতিমালা হলে আর এ উদ্যোগ থাকবে না। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সময় এ ধরনের নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখন বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে সরকার আন্তর্জাতিক বাজারদরের চেয়ে কম দরে দেশে তেল বিক্রি করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংক তখন সরকারকে ভর্তুকি বাতিল করে তেলের দাম বাড়ানোর জন্য চাপ দেয়। ওই সময় সরকার প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু তেলের দাম কমে যাওয়ায় সে উদ্যোগ আটকে যায়। পাশের দেশ ভারতে তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে ৫ শতাংশ হেরফের হলেই সরকার তা সমন্বয় করে দাম নির্ধারণ করে।

সম্প্রতি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বলেন, নির্ধারিত সময় পর পর কোন প্রক্রিয়ায় জ্বালানির দর সমন্বয় করা যায় সে বিষয়টি ভাবছে সরকার। এ লক্ষ্যে শিগগিরই পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে নীতিমালা করা উচিত। এ নীতিমালার আলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিদ্যুৎ ও তেলের দর সমন্বয় হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, জ্বালানির দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে স্বয়ংক্রিয় পন্থায় নির্ধারণের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নে শিগগিরই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হবে। এ নীতিমালা তৈরি হলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ানো-কমানোর বিষয়ে আর কোনো শুনানির দরকার হবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ রকম পদ্ধতি রয়েছে। তবে এ জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩ পরিবর্তন করতে হবে। কারণ এ আইন অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বাড়ানোর ক্ষমতা বিইআরসিকে দেওয়া হয়েছে।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে জ্বালানি বিভাগের এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিভিন্ন দেশে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কিভাবে জ্বালানি তেলের দাম কমে ও এর প্রভাবে বিদ্যুতের দামও নির্ধারণ হয়, সে বিষয়ে ইতিমধ্যে আমরা খোঁজখবর করছি। এ বিষয়ে দ্রুতই মন্ত্রণালয় একটি সিদ্ধান্ত নেবে।'

জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পশ্চিমাসহ উন্নত দেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারণের রেওয়াজ রয়েছে। এসব দেশে সকালে জ্বালানি তেলের দাম কমে গেলে বা বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেট্রল পাম্পগুলোর ইলেকট্রনিক বোর্ডের চার্টে দাম নির্ধারণ হয়ে যায়। দেশেও এমনটি করা গেলে বিপিসি বড় ধরনের আর্থিক লোকসানে পড়বে না। আবার বিপিসি বর্তমানের মতো অতিরিক্ত মুনাফাও করতে পারবে না। এতে জ্বালানি তেল বিক্রি ও কেনায় একটি ভারসাম্য তৈরি হবে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. ম তামিম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অকেটন, পেট্রল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েলের দাম এখনই কমানো উচিত। আর ডিজেলের দাম কমানোর আগে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে ডিজেলচালিত বাস ও ট্রাকের ভাড়া যেন কমে।'

আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করা যায় কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ড. তামিম বলেন, 'এ পদ্ধতিতে যেতে হবে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে সরকারকে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। এটি হলো, পণ্য পরিবহন ও বাসের ভাড়াও একই সঙ্গে যেন সংগতিপূর্ণ থাকে। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জ্বালানি তেলের দাম কমে গেলে বাস ও ট্রাকের ভাড়া যেন কমে যায়।'

কালের কণ্ঠ
Date04-01-2016 Page 20 Col 2-3 Size 25 Col*Inc

সংবাদ সম্মেলনে সিপিডি

অস্থিরতা নেই, তবু বিনিয়োগ বাড়েনি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ছয় মাস ধরে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকলেও বিনিয়োগ বাড়েনি বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সংস্থাটি বলছে, গত ছয় মাসে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বড় ধরনের বিপর্যয় ছিল না। আন্তর্জাতিক বাজারেও বড় কোনো অস্থিরতা ছিল না। এর পরও এ সময় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ, পুঁজিবাজারে আইপিও ও মেয়াদি ঋণ বাড়েনি।

গতকাল রবিবার রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক ইন সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সিপিডি। 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০১৫-১৬ : প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক এ সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে দর কমার প্রেক্ষাপটে দেশে জ্বালানি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

অস্থিরতা নেই, তবু বিনিয়োগ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

তেলের দাম অন্তত ১০ শতাংশ কমানোর সুযোগ রয়েছে। এতে সরকার বড় ধরনের কোনো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে না। বরং এতে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়বে।

সিপিডির সিনিয়র রিচার্স ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলেও চাঞ্চল্য ছিল না। আগামী ছয় মাসে কিভাবে এ চাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে সিপিডি প্যাকেজ ঘোষণা করছে। এ প্যাকেজে থাকছে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সাহসী সংস্কার। ব্যাংক সুদের হার কমানো। সামাজিক খাতে ব্যয় বাড়ানো। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে জোর দিতে, নির্দিষ্ট কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশি নজর দিতে হবে। রাজস্ব আদায় বাড়াতে ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। স্থানীয় বাজারে ন্যূনতম ১০ শতাংশ তেলের দাম কমাতে হবে। অন্যান্য জ্বালানির দরও সমন্বয় করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, দ্রুততম সময়ে বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ব্যাংকিং পলিসিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যাংকিং খাতে সুস্থিরতা বজায় রাখতে কমিশন গঠন করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে গতি আনতে টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হবে। পরিসংখ্যান সংগ্রহে মনোযোগী হতে হবে।

এ অর্থনীতিবিদ বলেন, ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা না আনলে অর্থনীতি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে জবাবদিহিতার জায়গাটি পরিষ্কার করতে হবে। সুদের হার কমাতে হবে। সুদের হার কমালে আমনতকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—এ ভাবনা থেকে সরে আসতে হবে। পৃথিবীর কোনো দেশেই ব্যাংকের সুদের হার দিয়ে সংসার চালানো হয়—এমন নেই। সুদের হার, অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, দেশের বাইরে থেকে এখন বিনিয়োগকারীরা কম সুদে ঋণ নিচ্ছে। যেখানে সুবিধা পাবেন সেখানে যাবেন উদ্যোক্তারা। এতে দেশের ব্যাংকগুলো সুদের হারের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

দেশের বাইরে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন অনেক উদ্যোক্তা—এ বিষয়ে দেবপ্রিয় বলেন, এ বিষয়ে এখনই সরকারকে একটি আইন করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কান্নাকাটি করা লাগতে পারে।

গত ছয় মাসের অর্থনৈতিক গতিধারা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেবপ্রিয় বলেন, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের ঘাটতিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিভিন্ন গতিধারা দেখে অর্থবছর শেষে রাজস্ব আদায়ে যে ঘাটতি হবে তা বলা গেলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাক্কলন এখনই করা হবে না। কারণ প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে এখনো পাওয়া যায়নি। তবে অর্থবছর শেষ হওয়ার আগেই প্রাক্কলন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নে উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের আরো উত্তর দেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও গবেষণা পরিচালক ফাহমিদা খাতুন।

মূল প্রবন্ধে তৌফিকুল ইসলাম বলেন, ২০১৪-১৫-তে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা ৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও সাময়িক হিসাবে ৬.৫১ অর্জিত হয়। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ ছিল না। রাজস্ব খাতে ঘাটতি ছিল ৩৬ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকা। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল। এমন পরিস্থিতির মধ্যে শুরু হয় ২০১৫-১৬ অর্থবছর।

তৌফিকুল ইসলাম আরো বলেন, চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে সরকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে বললেও তা বাস্তবায়নে সংশয় আছে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ছে না। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে শ্লথ গতি রয়ে গেছে। পদ্মা সেতুর মতো বড় অবকাঠামোতে আশানুরূপ ব্যয় হয়নি। অনেক প্রকল্পে গত ছয় মাসে একটি অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব কমেছে।

তৌফিকুল ইসলাম বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারের সুফলে দেশের বাজারে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমেছে। তবে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি খুব আস্তে আস্তে বাড়ছে। এ বিষয়ে আগামীতে নজর দিতে হবে। চাল আমদানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক কমানোয় ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভবান হয়েছে কৃষক জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষিবিষয়ক পরিসংখ্যান সংগ্রহে সরকারকে আরো নজর দিতে হবে।

গত ছয় মাসে ব্যাংকিং খাতে উন্নয়ন হয়নি জানিয়ে তৌফিকুল ইসলাম বলেন, ব্যাংকিং খাতে সংস্কারে ব্যাংকিং কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এ কমিশন শুধু ব্যাংকিং খাত নয়, অর্থনীতির অন্যান্য খাতেও সংস্কার সুপারিশ করতে পারে। রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো প্রয়োজন।

তৌফিকুল ইসলাম আরো বলেন, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে গত অর্থবছরের ছয় মাসের তুলনায় ১৭ শতাংশ কমেছে। প্রবাসী আয়ে অর্থবছরের শুরুতে নেতিবাচক প্রভাব থাকলেও শেষ সময়ে বাইরে শ্রমিক যাওয়া বেড়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গত ছয় মাসে তেমন নজর দেওয়া হয়নি জানিয়ে তৌফিকুল ইসলাম বলেন, আগামীতে অর্থনীতির গতিধারা বৃদ্ধিতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তেলের দর কমিয়ে অন্যান্য জ্বালানির দাম সমন্বয়ের কথা বলেন তিনি। নতুন গ্যাসক্ষেত্র খুঁজে বের করার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ গবেষকের প্রতিবেদনে।

দৈনিক
করতোয়া
The Daily Karatoa
Date:04-01-2016 Page02, Col 3 Size: 4 Col*Inc

তেলের দাম কমলে জিডিপি বাড়বে

—সিপিডি

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা অফিস : আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে জ্বালানি তেলের দাম কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) কিছুটা বাড়বে- গবেষণা প্রতিবেদনে এমনটাই বলছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। গতকাল রোববার রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনের এ তথ্য জানানো হয়।'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এ বেসরকারি এ সংস্থাটি। সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উথাপন করেন সিপিডি-এর গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, তেলের দাম ১০শতাংশ কমানো হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। মূল্যস্ফীতি কমবে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। সংবাদ সম্মেলনে ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নিশ ওয়েলের দাম কমাতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়।

মানবকণ্ঠ
Date:04-01-2016 Page 01, Col 2-4 Size: 18 Col*Inc

জ্বালানি তেলের দাম কমাতে...

সঞ্চিতা সীতু

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ক্রমাগত হারে কমছে। গত ডিসেম্বর মাসে ১১ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়েছে তেলের দাম। এ অবস্থায় বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের দাম কমাতে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তেলের দাম কমানোর পাশাপাশি সেই সুবিধা যাতে জনগণ পায় সে বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

জ্বালানি বিভাগ সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যে কমেছে তা কত দিন থাকবে, সেটা এখনো অনিশ্চিত। এ জন্য সে বিবেচনায় রেখেই দাম কমানো হবে। এমনভাবে দাম কমানো হবে যেন এখনই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লেও বিপিসি সহজে লোকসানে না পড়ে। তবে কত কমানো হবে এবং তা কমে থেকে কার্যকর হতে পারে সে বিষয়ে কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি।

সর্বশেষ জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল ২০১৩ সালের ৪ জানুয়ারি। ওই সময় পরিবহন ব্যয় থেকে শুরু করে উৎপাদন খাতসহ সব খাতেই খরচ বেড়ে যায়। কিন্তু এরপর বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলেও দেশের ভেতরে আর তেলের দাম কমানো হয়নি। গত প্রায় দুই বছর ধরে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমার পরও দেশে সেই তেল বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই। বর্তমানে জ্বালানি তেল বিক্রি করে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জ্বালানি তেলের দাম কমাতে...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনেক বেশি মুনাফা করছে বিপিসি। বিপিসির আগস্টের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি লিটার অকটেন উৎপাদনে বিপিসির যেখানে খরচ ৬৩ টাকা ৫১ পয়সা, সংস্থাটি তা বিক্রি করছে ৯৯ টাকায়। অর্থাৎ এক লিটার অকটেন বিক্রি করে বিপিসির মুনাফা ৩৫ টাকা ৪৯ পয়সা। একইভাবে ৫৪ টাকা ২৩ পয়সার কেরোসিন ৬৮ টাকায় বিক্রি করে মুনাফা করছে ১৩ টাকা ৭৭ পয়সা, ৫৪ টাকা ২৫ পয়সার জেট অয়েল ৭৩ টাকায় বিক্রি করে ১৮ টাকা ৭৫ পয়সা, ৫৩ টাকা ৩২ পয়সার ডিজেল ৬৮ টাকায় বিক্রি করে ১৪ টাকা ৬৮ পয়সা এবং ৪০ টাকা ৪৩ পয়সার ফার্নেস অয়েল ৬০ টাকায় বিক্রি করে ১৯ টাকা মুনাফা হচ্ছে বিপিসির।

এদিকে ২২ ডিসেম্বর বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি কমে ৩৬ দশমিক পাঁচ ডলারে নেমে যায়। ২০০৪ সালের পর জ্বালানি তেলের দাম এত নিচে কখনো নামেনি। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তেলের দাম আরো কমতে পারে। এ অবস্থায় নতুন করে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

গতকাল অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, জ্বালানি তেলে যে লোকসান দেয়া হয়েছে, তা সমন্বয় করেছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। এখন দাম কমানোর বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এদিকে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করেছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি একটি হিসাব দিয়ে বলেছে, জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। আর তৈরি পোশাকের রফতানি বাড়বে দশমিক ৪ শতাংশ। ভোক্তা চাহিদা বাড়বে দশমিক ৬ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি কমবে দশমিক ২ শতাংশ।

এ বিষয়ে বুয়েটের অধ্যাপক ম তামিম মানবকণ্ঠকে বলেন, ফার্নেস অয়েলের দাম সবার আগে কমাতে হবে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমবে। কমানো যাবে বিদ্যুতের দামও। অন্যদিকে ফার্নেস অয়েলের দাম বেশি হওয়ার কারণে এই তেলভিত্তিক শিল্প প্রায় ধ্বংসের পথে। দাম কমালে ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক শিল্পও বাঁচবে। তিনি বলেন, অকটেন ও পেট্রলের দাম কমলে সিএনজির ওপর চাপ কমবে। কিন্তু ডিজেলের দাম কমানোর ক্ষেত্রে সরকারকে আগে পরিকল্পনা করতে হবে এ দাম কমানোর সুবিধা জনগণ কিভাবে পাবে। কারণ ডিজেলে দাম কমানো হলে বাস ভাড়া, ট্রাক ভাড়া, সেচ খরচ সবই কমার কথা। যদি সরকার বলে যে, তারা পরিবহন ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না তাহলে তো কোনো কিছুই সরকারের হাতে থাকবে না। ফলে ডিজেলের দাম কমানোর আগে সরকারের উচিত বাস-ট্রাক এমনকি সেচে তেল সরবরাহকারীদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। তাদেরকে বাধ্য করা উচিত যে, তারা যাতে তেলের দাম কমলে ভাড়াও কমায় এবং ওই ভাড়া যাতে কার্যকর হয় সেই ব্যবস্থাও করে। পাশাপাশি সরকারকেও মনিটরিং করতে হবে যে ডিজেলের দাম কমানোর সুবিধা জনগণ পাচ্ছে কিনা।

প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী দেশ ভারত আগস্ট থেকে পেট্রলের দাম সাতবার আর ডিজেলের দাম তিনবার কমিয়েছে। নভেম্বরের শুরুতেই পেট্রলের দাম কমেছে দুই দশমিক ৪১ রুপি আর ডিজেলের দাম কমেছে দুই দশমিক ২৩ রুপি। আগস্ট থেকে ভারতের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমেছে গড়ে নয় দশমিক ৩৬ রুপি।

মানবজমিন
Date:04-01-2015 Page 1, Col 04 Size: 16 Col*Inc

স্থিতিশীল পরিবেশেও অর্থনীতিতে প্রাণ ফেরেনি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকলেও চাঞ্চল্য নেই বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

এ ছাড়া গত ৫ মাসে অর্থনীতিতে উদ্বেগ না থাকলেও অস্থিরতা ছিল, যা আগামীতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তবে *পষ্ঠা ১৭ কলাম ১*

প্রথম পৃষ্ঠার পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বস্তিতে থাকলে বিনিয়োগে গতি আসতে পারে। গতকাল রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ তথ্য জানায় সিপিডি। সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত গবেষক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও গবেষণা পরিচালক ফাহমিদা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ, মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি করা পণ্যের দাম কম, সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) ঘোষণায় রাজস্ব আদায় কম এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়। ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তাই আগামী ৬ মাসের মধ্যে ৫ থেকে ৬টি প্রকল্প শেষ করতে প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হলে প্রকল্পগুলো সময়মতো বাস্তবায়ন করতে হবে। দেবপ্রিয় বলেন, গত ৫ মাসে উদ্বেগ না থাকলেও দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কমেছে। রাজস্ব আদায় কাঠামো দুর্বল হয়েছে। পুঁজিবাজারে আইপিও কমে গেছে। এ ছাড়া বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার পরও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। তাই বলা যায় দেশে স্থিশীলতা আছে, চাঞ্চল্য নেই। এ ছাড়া দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। সুদের হারও কম। টাকার মান শক্তিশালী, তবুও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেই। এজন্য সরকারকে সাহসী সংস্কার পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে এ পদক্ষেপ নিতে সরকারের আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন, মধ্য মেয়াদে প্রবৃদ্ধি ৭ থেকে ৮ শতাংশ অর্জন করতে চাইলে এসব করতে হবে। আর স্বল্প মেয়াদে ব্যবস্থাপনায় জোর দিতে হবে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিবেশ বর্তমানে ভালো। তবে এর মানে এই নয় যে, বিরোধী দলের কর্মসূচি করতে দেয়া হবে না। অবশ্য এর থেকে জরুরি জঙ্গিবাদ দমন করা। কে কাকে মেরে ফেলছে তার হদিস নেই। এতে দিন দিন উদ্বেগ বাড়ছে। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর্থিক বিবেচনায়ও এটি অনেক জরুরি। বিনিয়োগের পরিবেশ দীর্ঘদিনের একটি বাধা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগের দ্বার খুলতে হবে। তবে বর্তমান এ দুর্বলতা থেকে তা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সরকারের কাছে দেশের বাইরে কে কোথায় বিনিয়োগ করছে তার কোনো তথ্য নেই। নীতি তৈরি হলে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারবেন।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ খাতে ভারসাম্যপূর্ণ একটি পলিসি তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েলের দামও কমানো প্রয়োজন।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, কেস টু কেস বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। তবে বৈদেশিক মুদ্রা আইনে বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। কিন্তু দেশের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বাড়ছে। তাই তারা বিদেশে বিনিয়োগ করতে চান। এখন সরকারের উচিত প্রয়োজনে একটি নীতি বা আইন করা। যাতে ব্যবসায়ীরা এ সুযোগ পেতে পারেন। গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমাদের দেশের ভেতরে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার অভিযোগে ব্যবসায়ীরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করছেন। এভাবে দেশের বাইরে অর্থ চলে গেলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এজন্য বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'বেনামি সম্পদ ঘোষণা আইন' থাকতে হবে।

জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ: সিপিডি মনে করে, আন্তর্জাতিক বাজারে এখন জ্বালানি তেলের দাম সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ০.৩ শতাংশ বাড়বে। আর তৈরী পোশাকের রপ্তানি বাড়বে ০.৪ শতাংশ। ভোক্তা চাহিদা বাড়বে ০.৬ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি কমবে ০.২ শতাংশ। তবে সরকারের সঞ্চয় কমবে ০.৪ শতাংশ। সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, তেলের দাম কমানো হলে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা বেশি উপকৃত হবেন। সিপিডি বলছে, ক্রমাগত লোকসানের কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এখন পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার ফলে গত অর্থবছরে বিপিসি ৫,২৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ বছর তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে বিপিসি। ব্যাংকিং খাতে সংকট অব্যাহত: ব্যাংকিং খাতে দুর্বলতা আজ সংকটে রূপ নিয়েছে। সিপিডি জানায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ব্যক্তি মালিকানার ব্যাংকগুলোতেও এখন সার্বিক সুশাসনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। পর্যালোচনায় বলা হয়, দেশে সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। তবে এর সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সহায়তা বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে পলিসি রেট কমানোর মোক্ষম সময়। এতে বিনিয়োগ চাঙ্গা হবেও বলে মনে করে সিডিপি।

নয়া দিগন্ত
Date:04-01-2016 Page01 Col02 Size:27.5 *Inc

তেলের দাম কমানোর সুপারিশ সিপিডির

অর্থনীতিতে স্থিতি আছে চাঞ্চল্য নেই : দেবপ্রিয়

● বিশেষ সংবাদদাতা

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করেছে। বিশেষ করে ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েলের দাম বেশি করে কমানো উচিত বলে মতপ্রকাশ করেছে সিপিডি। একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে স্থিতি থাকলেও কোনো চাঞ্চল্য নেই। গুণগত মান যাই থাকুক না কেন, দেশে সরকারি বিনিয়োগ ■ ১ম পৃ: ১-এর কলামে

সিপিডি গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক ইনে মিডিয়া ব্রিফিং করে ■ নয়া দিগন্ত

তেলের দাম কমানোর

১ম পৃষ্ঠার পর

কিছুটা হলেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। এ পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত, দেশের বিভিন্ন খাতের সংস্কার জোরদার করা।

গতকাল রোববার রাজধানীর ব্র্যাক ইন-এ আয়োজিত এক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সিপিডির পক্ষ থেকে এ কথা বলা হয়। এ সময় 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-২০১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' শীর্ষক এক গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানটির রিসার্চ ফেলো তৌফিক ইসলাম খান। ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন ও অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম উপস্থিত ছিলেন।

দেশে তেলের দাম কমানোর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সিপিডির পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১২ বছরের মধ্যে বিশ্বে তেলের দাম সর্বনিম্নপর্যায়ে রয়েছে। এখন তা ব্যারেলপ্রতি ৪০ ডলারের কাছাকাছি অবস্থান করছে। আগামী দুই-তিন বছরে তেলের দাম বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ পর্যায়ে দেশে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করা যেতে পারে।

দেশে তেলের দাম বর্তমান অবস্থান থেকে ১০ ভাগ কমানো হলে তাতে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার একটি বিশ্লেষণও দেয়া হয় সিপিডির পক্ষ থেকে। বলা হয়, জ্বালানি তেলের দাম ১০ ভাগ কমানো হলে জিডিপি বাড়তে পারে শূন্য দশমিক ৬ ভাগ এবং মূল্যস্ফীতি কমবে শূন্য দশমিক ২ ভাগ। তেলের দাম কমানো হলে সরকারের আয় কমে গেলেও দেশের জনগণ উপকৃত হবে। লাভবান হবে দেশের সব জনগোষ্ঠীর মানুষ।

জ্বালানি তেলের দাম না কমানোর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) গত বছর প্রথমবারের মতো ৫ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে। তেলের দাম কমানো না হলে এ বছর মুনাফা বেড়ে ১১ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়।

এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দেবপ্রিয় বলেন, শুধু তেলের দামই নয়, একই সাথে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দামও সমন্বয় করার প্রশ্নটি জরুরি। কারণ দেখা গেল তেলের দাম কমানো হলো, কিন্তু বৃদ্ধি করা হলো গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম। এটি হলে দেশের মানুষ লাভবান হবে না। তাই দাম কমানোর বিষয়টি সমন্বিতভাবে করতে হবে।

চলতি অর্থবছরের চার মাসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য কম থাকার কারণে দেশে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে। তবে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমলেও বেড়েছে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি। এর কারণে পরিবহন খরচ বেশি। একই সাথে ব্যাংকের সুদহার হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না। বিদ্যুদের উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবস্থা ভালো নয়, এগুলো সংস্কারের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মুনাফা কমে গেছে। এখন সেটি নেতিবাচক অবস্থায় রয়েছে। অন্য দিকে, বেসরকারি ব্যাংকের মুনাফাও কমে গেছে। ব্যাংকগুলোর কুঋণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি ব্যাংকগুলো মূলধন সক্ষমতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড 'ব্যাসেল-৩' পূরণে ব্যর্থ হবে বলে মনে হচ্ছে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেবপ্রিয় বলেন, এক কথায় বলতে গেলে অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থিতি থাকলেও চাঞ্চল্য নেই। দেশে গত পাঁচ-ছয় মাসে স্থিতিশীলতা থাকলেও এ সময় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছ উল্লেখযোগ্য কোনো বিনিয়োগ আসেনি। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা গেছে। এ সময় বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধন কমে গেছে। সরাসরি বৈদেশিক সাহায্য তেমন একটি আসেনি।

দেশের অর্থনীতিতে চাঞ্চল্য আনার জন্য দেবপ্রিয় বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেন। এর মধ্যে রয়েছে, অর্থনৈতিক সংস্কারকাজগুলো দ্রুত শেষ করা। এই সংস্কারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের দিকে নজর দিতে হবে। এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে, কিন্তু গুণগত মানের দিকে লক্ষ রাখা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত তার পলিসি রেট কমিয়ে আনা। এর ফলে সুদহার কমবে, সুরহার কমলে মূল্যস্ফীতি কমবে। সামাজিক বিনিয়োগ হবে। এতে জনগণ উপকৃত হবে। তিনি দ্রুত ভ্যাট আইন বাস্তবায়নেরও তাগিদ দেন।

সংবাদ
Date:04-01-2015 Page 01 Col 2-3 Size:23 Col* inc

জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশ সিপিডির

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে জ্বালানি তেলের দাম কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) শূন্য দশমিক তিন শতাংশ বাড়বে বলে জানিয়েছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডি মনে করে, আন্তর্জাতিক বাজারে এখন জ্বালানি তেলের দাম সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এজন্য জ্বালানি তেলের দাম কমানোর সুপারিশও করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বিশেষ করে কেরোসিন, ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েলের দাম কমানোর পাশাপাশি গ্যাস ও বিদ্যুতের দামও সমন্বয় করার সুপারিশ করেছে সিপিডি।

গতকাল রোববার রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা' উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সিপিডি এই সুপারিশ তুলে ধরে। সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গবেষক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ড. ফাহমিদা খাতুন, ড. সুদীপ কান্তি বৈরাগীসহ গবেষণা বিভাগের সদস্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জ্বালানি তেলের দাম গড়ে ১০ শতাংশ কমানো হলে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। আর তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাড়বে দশমিক ৪ শতাংশ। ভোক্তা চাহিদা বাড়বে দশমিক ৬ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতি কমবে দশমিক ২ শতাংশ। তবে সরকারের সঞ্চয় কমবে দশমিক ৪ শতাংশ। গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল। ক্রমাগত লোকসানের কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এখন পুঞ্জিভূত ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার ফলে গত অর্থবছরে বিপিসি ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ বছর তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফার সম্ভাবনা রয়েছে। এ মুনাফার অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ

জ্বালানি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

জ্বালানি : তেলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হচ্ছে কিনা ও সরকার ঠিক মতো রেভিনিউ পাচ্ছে কিনা তা পরিষ্কার নয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। গত অর্থবছরে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থবছর শুরু করেছে সরকার। কিন্তু প্রবৃদ্ধির আকাঙ্খা পূরণে বিনিয়োগ আকর্ষণে বড় কোন উদ্যোগ বা সংস্কার করতে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বস্তিতে থাকলে বিনিয়োগে গতি আসতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির সম্মানীত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, গত ৫ মাসে পরিস্থিতি উদ্বেগ না থাকলেও দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কমেছে। রাজস্ব আদায় কাঠামো দুর্বল হয়েছে। আইপিও কমে গেছে। এছাড়া বিশ্ব বাজারে পণ্যের দাম কম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার পরও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। তাই বলা যায় দেশে স্থিতিশীলতা আছে; চাঞ্চল্যতা নেই।

তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয় না। এজন্য আগামী ৬ মাসে যাওয়ার জন্য বড় পরিসরে সংস্কার ও ভ্যাট আইন কার্যকর করতে হবে। এটা করা গেলে কৃষিখাত, ভোক্তা ও উৎপাদকের স্বার্থ সংরক্ষণ হবে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিসংখ্যানের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য আমাদের ৫টি বিষয়ে স্বল্প মেয়াদে করতে হবে। এগুলো হল- ব্যাংক পলিসি রেট, সুদ হার, মূল্যস্ফীতি কমানো, টাকার মূল্যমান, তেলের দাম কমানো। তেলের দাম কমানো হলে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা বেশি উপকৃত হবেন। এছাড়া বাংলাদেশকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে। জঙ্গিবাদ দমন ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ না কর?তে পার?লে বি?নি?য়োগ টানা কঠিন হ?বে। যে সমস্ত কাঠামোগত দুর্বলতা দিয়ে বছর শুরু হয়ে ছিল তা যেন না বাড়ে। পাশাপাশি সামাজিক খাতে বিনিয়োগে বড় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসব প্রকল্প নেয়া হয়েছে তার মাত্র ১৪ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এজন্য ট্রাস্কফোর্স গঠন করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে। ব্যাংকিং খাতের সমস্যার বিষয়ে তিনি বলেন, সমস্যার কারণে ব্যাংকগুলো মুনাফা কমে যাচ্ছে। তাই সুশাসন জরুরি হয়ে পড়েছে ব্যাংকিং খাতে। আমরা এখাতের জন্য একটি কমিশন গঠনের কথা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। তবে সরকার সেটি গুরুত্ব দিচ্ছে না। কিন্তু এটি জরুরি।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ এগুলো ভারসাম্যপূর্ণ একটি পলিসি তৈরি করতে হবে। এছাড়া ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস ওয়েলের দামও কমানো প্রয়োজন।

সিপিডি গবেষক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমাদের দেশের ভেতরে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার অভিযোগে ব্যবসায়ীরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করছেন। এভাবে দেশের বাইরে অর্থ চলে গেলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এজন্য বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'বেনামি সম্পদ ঘোষণা আইন' থাকতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের দেশের বাইরে কে কোথায় বিনিয়োগ করছে তার তথ্য নেই। এ আইনের বাস্তবায়ন হলে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারবে।

দৈনিক সংগ্রাম
Date:04-01-2016 Page 01,Col 1-4 Size: 27.5 Col*Inc

২০১৫-১৬'র প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনায় সিপিডি

চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে

গতকাল রোববার ব্র্যাক সেন্টার মিলনায়তনে সিপিডির উদ্যোগে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ শীর্ষক মিডিয়া ব্রিফিং ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় -সংগ্রাম

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) মনে করে চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি পণ্যের দাম কম, সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) ঘোষণায় রাজস্ব আদায় কম এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে।

গতকাল রোববার রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে বাংলাদেশ অর্থনীতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা উপলক্ষে সিপিডি আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি'র গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, সিপিডি গবেষক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, সিপিডির গবেষণা পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, ড. সুদীপ কান্তি বৈরাগীসহ আরো অনেকে। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তেলের দাম ১০.শতাংশ কমালে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) দশমিক তিন শতাংশ বাড়বে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি শূন্য দশমিক দুই শতাংশ কমবে বলে সিপিডি'র গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এসময় সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমানোর জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল। দীর্ঘদিন লোকসানে থেকে গত বছর তারা পাঁচ হাজার দুই কোটি টাকা লাভ করেছে। এ বছর বিপিসি'র ১১ হাজার কোটি টাকা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। মূল প্রবন্ধে তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে ৪০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আমদানি বাজারে আমদানি করা পণ্যের দাম কম, সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা (ইনসেনটিভ) ঘোষণায় রাজস্ব আদায় কম এবং ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ২৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প গত অর্থবছরে (২০১৪-১৫) শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। তাই আগামী ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয়টি প্রকল্প শেষ করতে প্রতিবেদনে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ব্যক্তিগতখাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হলে প্রকল্পগুলো সময় মতো বাস্তবায়ন করতে হবে। তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেসব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার মাত্র ১৪ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এজন্য ট্রাস্কফোর্স গঠন করে তা দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে।

ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য বলেন, গত পাঁচ মাসে উদ্বেগ না থাকলেও দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে। বিদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিবন্ধন কমেছে। রাজস্ব আদায় কাঠামো দুর্বল হয়েছে। আইপিও কমে গেছে। এছাড়া বিশ্ব বাজারে পণ্যের দাম কম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকার পরও ব্যক্তিগত খাতে বিনিয়োগ বাড়েনি। তাই বলা যায় দেশে স্থিশীলতা আছে, চাঞ্চল্য নেই। *(২-এর পৃষ্ঠার ৮ কলাম)*

ঘাটতি হতে পারে

(১-এর পৃঃ ৫ এর কঃ পর)

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ খাতে ভারসাম্যপূর্ণ একটি পলিসি তৈরি করতে হবে। এছাড়া ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস ওয়েলের দামও কমানো প্রয়োজন।

ড.খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমাদের দেশের ভেতরে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার অভিযোগে ব্যবসায়ীরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করছেন। এভাবে দেশের বাইরে অর্থ চলে গেলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এজন্য বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'বেনামী সম্পদ ঘোষণা আইন' থাকতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারের কাছে দেশের বাইরে কে কোথায় বিনিয়োগ করছে তার তথ্য নেই। এ আইনের বাস্তবায়ন হলে স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যবসায়ীরা বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারবে। জঙ্গিবাদ দমন ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে বিনিয়োগ টানা কঠিন হবে বলেও মনে করেন বক্তারা।

সমকাল
Date:04-01-2016 Page 20 Col 2-5 Size: 29 Col*Inc

অর্থনীতি নিয়ে সিপিডির মূল্যায়ন

স্থিতিশীলতাকে বিনিয়োগে কাজে লাগানো যায়নি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

গবেষণা সংস্থা সিপিডি বলেছে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ছিল। রাজনৈতিক পরিবেশও মোটামুটি শান্ত ছিল। স্থিতিশীল এ পরিস্থিতিকে বিনিয়োগ বাড়ানোর কাজে লাগানো যায়নি। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সিপিডি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে কিছু সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশের মধ্যে রয়েছে জ্বালানি তেলের দাম কমানো ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। সংস্থাটি মনে করে, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং খাত, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা বেসরকারিকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কারে যেতে হবে। এর পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি অব্যাহত রাখা এবং জঙ্গি আক্রমণ রোধ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

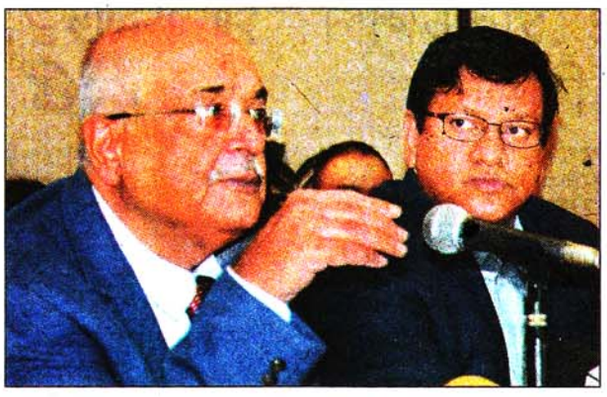

ব্র্যাক ইন সেন্টারে রোববার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ■ সমকাল

গতকাল রোববার রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরে (২০১৫-১৬) বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা উপস্থাপন করে সিপিডি। এতে বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন এবং অতিরিক্ত ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ২

স্থিতিশীলতাকে বিনিয়োগে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান। সিপিডির সংলাপ বিভাগের প্রধান আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফসহ অন্য গবেষকরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এক ধরনের শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও পণ্যমূল্য কম ছিল। সুদের হার কিছুটা কমেছে। বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল। এ রকম একটি অবস্থার মধ্যেও ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ল না। এটি আমাদের বিচলিত করেছে। এর মানে অর্থনীতিতে স্থিতি আছে, তবে চাঞ্চল্য কম। সর্বশেষ উপাত্তে দেখা যায়, বিনিয়োগ নিবন্ধন কম হয়েছে। পুঁজিবাজারে আইপিও কমেছে। কমেছে মেয়াদি ঋণ। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিও কমেছে। রাজস্ব আদায়েও শ্লথ গতি রয়েছে, যা বিনিয়োগ দুর্বলতার পরিচায়ক। তিনি বলেন, সরকার যদি সহযোগিতার সঙ্গে সংস্কার না করে তাহলে অর্থনীতির পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাবে না। সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ নেবে না। বড় সংস্কার আনতে হবে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে, অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে। প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি, অর্থায়ন বাড়ানো, প্রাধিকার না থাকা, বৈদেশিক সহায়তা ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারাসহ নানা ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা রয়েছে। চলতি ব্যয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা নেই। ব্যক্তি বিনিয়োগকে সমর্থন জোগাতে যে ধরনের ব্যাংকিং খাতের দরকার, তার অনুপস্থিতি রয়েছে। এসব বিষয়ে সংস্কারের পাশাপাশি ভ্যাট আইন যথাসময়ে কার্যকরের সুপারিশ করেন তিনি।

স্বল্প মেয়াদে সিপিডির অন্যতম সুপারিশ হলো জ্বালানি তেলের দাম কমানো। সংস্থার প্রাক্কলন হলো, জ্বালানি তেলের দাম ১০ শতাংশ কমলে জিডিপি বাড়বে শূন্য দশমিক তিন শতাংশ। মূল্যস্ফীতি কমবে শূন্য দশমিক দুই শতাংশ। এ বিষয়ে অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, তারা তেলের দাম কমানোর সুপারিশ করছেন। তবে এমন নয় যে, ১০ শতাংশ কমানোর কথা বলছেন। সরকার যদি সব পণ্যের ক্ষেত্রে নাও কমায়, অন্তত ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েলের দাম কমানো উচিত।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'সরকারের রাজস্ব আয় কম। এ কারণে তেলের আয় থেকে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাচ্ছে। আমরা চাই, বিনিয়োগকারী ও ভোক্তারাও নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাক।'

প্রসঙ্গ রাজনীতি : সিপিডির প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সাফল্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামগ্রিক জননিরাপত্তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে। এ বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি যাতে অব্যাহত থাকে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার নিশ্চিত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ হচ্ছে। মাঝে মাঝে জঙ্গি আক্রমণের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী খবরের শিরোনাম হচ্ছে। এই আক্রমণ রোধ করতে না পারলে তা অর্থনীতির জন্য বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

রাজস্ব ঘাটতি : সিপিডি মনে করছে, চলতি অর্থবছরেও রাজস্ব আদায়ে বড় অঙ্কের ঘাটতি থাকবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে গত অর্থবছরে যে পরিমাণ রাজস্ব এসেছে, তার তুলনায় এবার প্রায় ৪৩ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এটা অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। রাজস্ব আদায়ে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি হতে পারে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

কিছু সুপারিশ : সিপিডি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী সুদের হার কিছুটা কমানোর সুপারিশ করেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে ব্যবসায়ীরা ঋণের সুদহার কমানোর দাবি জানিয়ে আসছে। এখন সময় এসেছে নীতিনির্ধারণী সুদহার কমানোর। এতে বিনিয়োগকারীরা উপকৃত হবেন। সামাজিক খাতে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর সুপারিশ করেছে সিপিডি। এ বিষয়ে ড. দেবপ্রিয় বলেন, খুব দ্রুত ফলাফল আনতে সামাজিক খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়ানো উচিত। এডিপিতে অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ টাস্কফোর্স, কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্যের জন্য এবং ব্যাংকিং খাত সংস্কারে আলাদা কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছে সিপিডি। জ্বালানি খাত প্রসঙ্গে সংস্থাটি বলেছে, এলএনজির তুলনায় কয়লা আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে তা সাশ্রয়ী হবে। পাশাপাশি সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সংস্কার করতে হবে।

সত্য আমাদের শক্তি
সকালের খবর
Date:04-01-2016 Page: 01, Col 2-3 Size: 15 Col*Inc

সিপিডির পর্যালোচনা

ব্যক্তি বিনিয়োগ জিডিপির ২২ শতাংশেই ঘুরপাক খাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সিপিডির ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, পাঁচ মাস ধরে অর্থনীতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই। পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় ব্যাংক ঋণে সুদের হারও কমে আসছে। জ্বালানি তেলসহ সব পণ্যের দামই আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্নমুখী। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। তবে ব্যক্তি বিনিয়োগে খরা না কাটায় অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি বাংলাদেশ। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারের অডিটোরিয়ামে সিপিডি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেন ড. দেবপ্রিয়। এ সময় 'স্টেট অব দ্য বাংলাদেশ ইকোনমি' শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষক ড. তৌফিকুল ইসলাম খান। বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা বিভাগের পরিচালক ফাহমিদা খাতুন ও অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৭

● অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতি হবে ৪০ হাজার কোটি টাকা : পৃষ্ঠা ৬

ব্যক্তি বিনিয়োগ জিডিপির ২২

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সিপিডির পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, ব্যক্তি বিনিয়োগ মোট দেশজ আয়ের ২২ শতাংশেই ঘুরপাক খাচ্ছে। বিনিয়োগ বোর্ডে বিনিয়োগ প্রকল্পের নিবন্ধন কমে আসছে। কমেছে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহ। পুঁজিবাজারে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) পরিমাণ, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিসহ ব্যক্তি বিনিয়োগের প্রতিটি সূচকেই মন্দা বিরাজ করছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, অর্থনীতিতে অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও বিনিয়োগে স্থবিরতা উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মূলত আর্থিক খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশের ব্যাংকের প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে এ সঙ্কট দৃশ্যমান হচ্ছে না। তবে প্রকাশ্যেই ব্যাংকগুলোর তহবিল তসরুফ করা হচ্ছে। ব্যাংক ঋণের বড় একটা অংশ যাচ্ছে পরিচালকদের প্রতিষ্ঠানে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েও তহবিল তসরুফের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। সিপিডির সম্মানিত ফেলো বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি রেট কমানো গেলে সুদের হার কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক হওয়া যাবে। সেটার সঙ্গে মূল্যস্ফীতির বিষয়টিও চলে আসবে। জ্বালানি তেলের দাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে দাম কমে আসায় সরকারের কিছুটা সাশ্রয় হচ্ছে। প্রয়োজন অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ করতে পারছে না সরকার। এ অবস্থায় তেলের মুনাফা সরকারের স্বস্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে সরকার এককভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে হবে না। এর সুফল উৎপাদক ও ভোক্তাদেরকেও দিতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করলেও অনিশ্চয়তা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলা হচ্ছে। জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সরকার এসব হুমকি মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বিনিয়োগের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে। এতে বিনিয়োগের জন্য ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে বলে মনে করছেন এই অর্থনীতিবিদ। এজন্য বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও জানমালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ড. দেবপ্রিয়।

এ সময় স্বল্পমেয়াদে ব্যাংকের পলিসি রেট কমানোর পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। এতে সুদের হার কমে আসবে বলে মনে করে সংস্থাটি। একই সঙ্গে বিনিময় হারে পরিবর্তনের কারণে রফতানিকারকরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি চলতি বছর শেষ হবে এমন প্রকল্পে জোর দেওয়া, বিদেশি সহায়তা ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে সিপিডি।

এ বিষয়ে ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, আর্থিক খাতে সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। সংস্কার না হলে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা হবে না। হলমার্ক কেলেঙ্কারির পর সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিজেই প্রকাশ্যে বলেছেন, এ অর্থ উদ্ধার হবে না। বেসিক ব্যাংকে লুটপাট হলেও ঊর্ধ্বতনদের বিপক্ষে কোনো অভিযোগের প্রমাণ পায়নি দুর্নীতি দমন কমিশন। এ অবস্থা চলতে পারে না।

সত্য আমাদের শক্তি
সকালের খবর
Date:04-01-2016 Page: 06, Col 1-3 Size: 18 Col*Inc

তেলের দাম কমালে প্রবৃদ্ধি বাড়বে : সিপিডি

অর্থবছরে রাজস্ব ঘাটতি হবে ৪০ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আহরণ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। সংস্থাটির মতে, সামর্থ্যের বেশি লক্ষ্য নির্ধারণ, আমদানি পণ্যের দাম কমে আসা ও সরকারের বিভিন্ন প্রণোদনায় কর ছাড় ও ট্যাক্স আইনের বাস্তবায়ন না হওয়ায় প্রত্যাশিত হারে রাজস্ব আসবে।

সিপিডির 'স্টেট অব দ্য বাংলাদেশ ইকোনমি' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। গতকাল রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারের অডিটরিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরের অর্থনৈতিক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এ সময় বক্তব্য রাখেন সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, গবেষণা বিভাগের পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, অতিরিক্ত পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

এডিপি বাস্তবায়নেও বেহাল দশা বিরাজ করছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এতে বলা হয়েছে, ১৬টি বড় প্রকল্পের মধ্যে ১৪টির কাজ গত অর্থবছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও লক্ষ্য অর্জন হয়নি। আগামী ছয় মাসের মধ্যে পাঁচ থেকে ছয়টি বড় প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নেওয়া প্রকল্পগুলোর মাত্র ১৪ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। বেসরকারি বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হয়। দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয় প্রতিবেদনে।

দেবপ্রিয় বলেন, সরকারের অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে রয়েছে হাজারও প্রকল্প। নতুন প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হচ্ছে না। কাজ শেষ না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ছে। অর্থ ব্যয় হলেই প্রকল্প সফল বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মানুষের সুফল কতটা বাড়ছে তা বিবেচনা করা হচ্ছে না।

কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে বড় ধরনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন এ অর্থনীতিবিদ। তিনি বলেন, বর্তমান প্রযুক্তিতে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদনে ব্যয় কমানো প্রয়োজন। তাছাড়া খাদ্যপণ্যের দাম নির্ধারণে উৎপাদক ও ভোক্তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। দুই পক্ষের স্বার্থ নিশ্চিত করতে কৃষিপণ্যের মূল্য কমিশন গঠন করার তাগিদ দেন তিনি।

রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে সংস্কারের কথা উল্লেখ করে দেবপ্রিয় বলেন, আমরা বারবার সংস্কারের কথা বলছি, সরকার যদি সাহসিকতার সঙ্গে বেশকিছু জায়গায় সংস্কার না করে, এমনকি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে তাহলে মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতির পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন বা অর্জন করা সম্ভব হবে না। এমনকি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও পিছিয়ে পড়তে হবে। এজন্য সিপিডি বেশকিছু সংস্কার প্রস্তাব সামনে নিয়ে এসেছে।

তিনি বলেন, সরকারকে সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। তার প্রথম প্রকাশ হবে ভ্যাট আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে। ভ্যাট আইন কার্যকরের বিষয়ে এখনও অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে। রাজস্ব আদায় গুরুত্বপূর্ণ, সেটা ভ্যাটের ভেতরে চলে আসবে। আরেকটি হবে স্বল্পমেয়াদে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষেত্রে। সেটি হল—বাংলাদেশ ব্যাংকে পলিসি রেটে, মূল্যস্ফীতি, তেলের দাম কমানো, এক্সচেঞ্জ রেট এবং সুদের হার কমাতে হবে। সামাজিক খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। তাহলে আগামী ছয় মাসে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতে পারে।

তেলের দাম কমালে বাড়বে জিডিপি : বিশ্ববাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তেলের দাম দ্রুত কমানোর পরামর্শ দিয়েছে সিপিডি। সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেলের দাম ১০ শতাংশ কমালে দেশের জিডিপি দশমিক তিন শতাংশ বাড়বে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে দশমিক দুই শতাংশ। এর সুফল উদ্যোক্তা ও ভোক্তা দুই পক্ষই পাবে। তেলের দাম প্রস্তাবিত হারে সমন্বয় হলে ব্যক্তি খাতে ভোগ দশমিক ছয় শতাংশ বাড়বে। তবে পল্লী অঞ্চলে ভোগ বাড়বে দশমিক সাত শতাংশ। তেলের দাম ১০ শতাংশ কমলে শুধু তৈরি পোশাক রফতানি দশমিক চার শতাংশ বাড়বে বলে জানিয়েছে সিপিডি। ফলে সরকারের সঞ্চয় কমবে জিডিপির দশমিক চার শতাংশ। এ বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লোকসানের কারণে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) এখন পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমার ফলে গত অর্থবছরে বিপিসি ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এ বছর তেলের দাম অপরিবর্তিত থাকলে ১১ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করবে বিপিসি। এ মুনাফার অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে কি না, তা পরিষ্কার নয়।

সঙ্কট কাটাতে প্যাকেজ ঘোষণা : দেশের অর্থনীতির গতি বাড়াতে একটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সিপিডি। প্যাকেজে স্বল্পমেয়াদে ও মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু সুপারিশ রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বেশকিছু সংস্কার প্রস্তাব। সরকারের অর্থ ব্যয়ে গুণগত মান বাড়ানো, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন দ্রুত করতে টাস্কফোর্স গঠন, কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণে কমিশন গঠন, স্বচ্ছ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে মানসম্মত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করার পরামর্শ রয়েছে প্রস্তাবে।